জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

জিআই স্বীকৃতি

চন্দননগরের বিখ্যাত 'জলভরা সন্দেশ' পেল জিআই স্বীকৃতি। মিষ্টির আয়ু বাড়াতে কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের দ্বারস্থ হয়েছেন প্রস্তুতকারকরা

উত্তরে কমলা সতর্কতা

উত্তরবঙ্গে তৈরি হয়েছে দুর্যোগের পরিস্থিতি। জারি করা হয়েছে কমলা সতর্কতা। দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। থাকবে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। মঙ্গলবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে

সিকিমে ভাঙল বেইলি ব্রিজ শিলিগুড়ি-মিরিক রোডে ধস

ফাঁকা ক্যাপসুলে বিষ ভরে বিলি, মুম্বইয়ে গ্রেফতার ১

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ২৮ ● ২৯ জুন, ২০২৬ ● ১৪ আষাঢ় ১৪৩৩ ● সোমবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 22, Issue - 28 ● JAGO BANGLA ● MONDAY ● 29 JUNE, 2026 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

আজ ভয়ঙ্কর দুই বিল পেশ প্রতিবাদ শুরু এবার সর্বস্তরে

প্রতিবেদন : সোমবারই বিধানসভায় জোড়া কালা কানুন পেশ করতে চলেছে বিজেপি। একইসঙ্গে পেশ করা হবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি। রাওলাট আইনের থেকেও ভয়ঙ্কর আইন আনতে রাজ্যের নয়া বিজেপি সরকারের এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে গর্জে উঠল তৃণমূল। দুর্নীতি দমনের নামে সাধারণকে দমন-পীড়নের যে বিল আনা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে প্রতিবাদ চালাবে তৃণমূল। তৃণমূলের মুখপাত্র বিধায়ক কুণাল ঘোষ এই বিলকে ব্রিটিশ জমানার রাওলাট আইনের ২০২৬ সংস্করণ বলে কটাক্ষ করেছেন। এই বিলের মাধ্যমে বিজেপি চূড়ান্ত স্বৈরাচারী, ফ্যাসিবাদী আইন আনার চেষ্টা করছে। তৃণমূল কংগ্রেস সর্বাত্মকভাবে এই বিলের বিরোধিতা করবে।

বিরোধিতা করবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধিরও।

সমাজবিরোধী কার্যকলাপ দমনে এই বিল কার্যকরী বলে ফলাও করে জানানো হলেও, এখন পর্যন্ত বিলের যে খসড়া পাওয়া গিয়েছে তা উদ্বেগের। বিচার ব্যবস্থার উপরও হস্তক্ষেপ নেমে আসবে এই বিল আইনে পরিণত হলে। বিচার ব্যবস্থার দায়িত্বও খর্ব হবে। এই আইন হলে বিচার ব্যবস্থাকেও সরকার নিয়ন্ত্রণ করবে। তাই এই বিলের তীব্র বিরোধিতা করছে তৃণমূল। সমাজবিরোধী ও অপরাধমূলক কাজকর্ম দমনের নামে যে কোনও সন্দেহভাজনকে দীর্ঘদিন আটকে রাখতে পারবে পুলিশ। সেই ব্যক্তি চাইলেও উকিলের সাহায্য পাবেন না, এটা মারাত্মক। গুন্ডা দমনের (এরপর ৯ পাতায়)

ভুঁইফোঁড়দের স্পর্ধা নিয়ে তীব্র কটাক্ষ তৃণমূলের

ধর্মতলায় নেতৃত্ব, একুশের শহিদ তর্পণের প্রস্তুতি শুরু

প্রতিবেদন: একুশে জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের শহিদ দিবস। প্রতি বছর ওই দিনটিতে ধর্মতলার মোড়ে শহিদ তর্পণ করেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৯৩ সালের পর থেকে প্রতি বছর দিনটি পালিত হয়ে আসছে। আজ, রবিবার থেকে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিতে নেমে

প্রবল চাপে প্রশাসন

পড়ল তৃণমূল শিবির। এদিন দুপুর তিনটে নাগাদ ধর্মতলার মোড়ে সভাস্থল পরিদর্শন করেন তৃণমূল নেতৃত্ব। ছিলেন বিধায়ক কুণাল ঘোষ, সাংসদ দোলা সেন, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়-সহ মৃত্যুঞ্জয় পাল, শক্তিপ্রতাপ সিং, সন্দীপ বক্সি-সহ দল ও শাখা সংগঠনের নেতৃত্ব। ডেকরেটরের কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে মঞ্চ তৈরি-সহ কোথায় কী করা

একুশের অকুস্থল। সেখানেই সভার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখছে তৃণমূল নেতৃত্ব। রবিবার।

যাবে, সেসবও খতিয়ে দেখেন তাঁরা। করা হয় মাপজোকও। সবমিলিয়ে ধর্মতলার মোড়ে সভা করতে প্রস্তুত তৃণমূল শিবির। নিয়ম মেনে এর মধ্যেই পুলিশ, প্রশাসনের কাছেও দলের তরফে সভার অনুমতি চেয়ে আবেদন করা হয়েছে। এদিন সভাস্থল পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রশাসনের ওপর চাপ বাড়াল তারা।

সভাস্থল পরিদর্শনের পর তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, আমাদের (এরপর ৬ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

সাগর

সাগরদ্বীপ এর সমৃদ্ধ জনপদে
মিলিত হলো মানব সাগর
সাগরভূমির তটিনী জটায়
মানুষ স্নান করতে বিভোর।

খাসিমারা থেকে ঘোড়ামারা
সৈকতসুন্দরীর তীর্থধারা
উড়িয়ে ধ্বজা, বাঁশি ও ঘণ্টা
সচল-সবল কপিলমুনির আশ্রমটা।

সহস্র লক্ষ মানুষের পদার্পণে
সাগর চলেছে অমৃত সন্ধানে
উছলি উঠেছে দিকে দিকে প্রাণ
আগমনি আনন্দ গাইছে গান।

সাগরের জলে একটু স্নান
পবিত্র মনের মন-সন্ধান
রাজা ও ফকির সবার জন্য
গঙ্গাসাগর তীর্থ ধন্য।।

উত্তরবঙ্গের নতুন ব্যাধি নারী ও শিশুপাচার চক্র

প্রতিবেদন: বড় প্রশ্নের মুখে নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা। কাজের প্রলোভন দেখিয়ে চলছে নারীপাচারের কাজ। চা-বাগান ও উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে এই পাচারচক্র। কীভাবে চলছে এই কাজ? কাদের ব্যবহার করা হচ্ছে? একাধিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উঠে এসেছে ভয়ঙ্কর তথ্য। কুমারগ্রাম, শামুকতলা, কালচিনি, দলগাঁও, বীরপাড়া, আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক পাচারকারীদের মূল ঘাঁটি হয়ে উঠেছে। চা-বাগান কর্মীদের মূলত ওই কাজে ব্যবহার করা হয়।

তারা নজর রাখে বাড়িতে বাড়িতে। যেসব নাবালিকার বাবা বা মায়ের মধ্যে কোনও একজন মৃত অথবা পরিবারে অভাব, তাদের টার্গেট করা হয়। কাজের টোপ অথবা প্রেমের ফাঁদ পেতে ওই নাবালিকাদের বিশ্বাস অর্জন করা হয় প্রথমে। এরপর তুলে দেওয়া হয় মিডলম্যানদের হাতে। এই কাজে কেন ঝুঁকছেন চা-বাগানের শ্রমিকরা? কারণ নিরীহ শ্রমিকদেরও মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে এই কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে খবর। (এরপর ৯ পাতায়)

শিয়ালদহ-সুকান্ত সেতুতে নোটিশের দিনেই পার্ক সার্কাসে করা হল উচ্ছেদ

প্রতিবেদন : ফের গরিবের পেটে লাথি বিজেপি সরকারের! ফের মাঝরাতে নির্বিচারে তাণ্ডব চালাল বিজেপির বুলডোজার! গভীর রাতে এক লহমায় রুটিরুজি কেড়ে নিয়ে কয়েকশো মানুষকে পথে বসাল শুভেন্দু-সরকার। শনিবার মধ্যরাতে পার্ক সার্কাস স্টেশনে গেরুয়া বুলডোজারের বেলাগাম ভাঙচুরে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল কয়েকশো দোকানপাট। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই শ্মশানে পরিণত হল শিয়ালদহ দক্ষিণের এই স্টেশন চত্বর। ছোট ব্যবসায়ীদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থার ন্যূনতম পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই গরিব মানুষের জীবিকা কেড়ে নিয়ে আরও একবার তাঁদের হাতে ভিক্ষার পাত্র ধরাল গরিব-বিরোধী বিজেপি

ঘর হারিয়ে রাস্তায় হতভাগ্য বাসিন্দারা। পার্ক সার্কাস। রবিবার।

সরকার। চলতি মাসে হকার উচ্ছেদে আদালতের কড়া নিষেধাজ্ঞা ফুৎকারে উড়িয়ে গরিব মানুষের একমাত্র রোজগারের ব্যবস্থাও ধুলোয় মিশিয়ে দিল জল্লাদ বিজেপি! চলতি মাসের শুরুতেই পার্কসার্কাস স্টেশনে অবৈধ হকার ও ব্যবসায়ীদের সরে যাওয়ার জন্য নোটিশ জারি হয়েছিল। কিন্তু তারপর (এরপর ৯ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

29 June, 2026 • Monday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৭৩ মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪–১৮৭৩) এদিন প্রয়াত হন। ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি এবং নাট্যকার ও প্রহসন রচয়িতা। বাংলা ভাষায় সনেট ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক। সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রামায়ণের উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত মেঘনাদবধ কাব্য নামক মহাকাব্য।

২০০৩ ক্যাথরিন হেপবার্ন (১৯০৭-২০০৩) প্রয়াত হন। হলিউডের বিখ্যাত অভিনেত্রী। শক্ত, কঠিন, লড়াকু নারী চরিত্রে তিনি অদ্বিতীয়া। অস্কারের ইতিহাসে তিনি আজ পর্যন্ত নমস্য; সর্বসেরার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। সবচেয়ে বেশি অস্কার জেতা অভিনয়শিল্পী যে তিনি! মেরিল স্ট্রিপই অথবা জ্যাক নিকলসন বা ড্যানিয়েল ডে লুইস কেউই তাঁকে অস্কার জেতায় ছাড়িয়ে যেতে পারেননি। সর্বোচ্চ চারবার অস্কার জিতে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে জায়গা করে নিয়েছেন ক্যাথরিন। সবচেয়ে বেশি অস্কার মনোনয়ন পাওয়ার রেকর্ডও একটা সময় পর্যন্ত তাঁরই ছিল। 'মর্নিং গ্লোরি' এবং 'লিটল ওমেন' তাকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দেয়। 'আমার মৃত্যু ভয় নেই। মৃত্যু নিশ্চয়ই খুব চমকপ্রদ হবে গভীর নিদ্রার মতো'— বলতেন ক্যাথরিন হেপবার্ন।

১৬১৩ গ্লোব থিয়েটার এক বিধ্বংসী আগুনে এদিন পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু পরের বছরই নাটক নিয়ে উৎসাহী মানুষজনের সাহায্যে গ্লোব থিয়েটার নতুন করে আত্মপ্রকাশ করে। গ্লোবের প্রথম নাটক শেক্সপিয়রের হেনরি ফাইভ। অনেকে জুলিয়াস সিজারকে প্রথম নাটক ধরতে আগ্রহী ঐতিহাসিকরা। ভালই চলছিল গ্লোব। খারাপ দিনটি এল ১৬১৩ সালের ২৯ জুন। হেনরি এইটের আগুন লাগল গ্লোবে। মানুষ খুব বেশি আহত হয়নি, তবে কাঠের বাড়ি গেল পুড়ে। ১৬৪২ সালে গোঁড়া পিউরিটানরা বন্ধ করে দিল গ্লোব। সেসময় সব থিয়েটারই বন্ধ করে দিয়েছিল তারা। তাদের অভিযোগ, থিয়েটার হাউসে জুয়া আর পতিতাবৃত্তি চলে। ১৯৯৭ সালে শেক্সপিয়ার গ্লোব নামে নতুন ও আরো আধুনিক গ্লোব থিয়েটারের যাত্রা শুরু হয়। নতুন গ্লোব থিয়েটারও হেনরি ফাইভ দিয়ে তাদের যাত্রা শুরু করে।

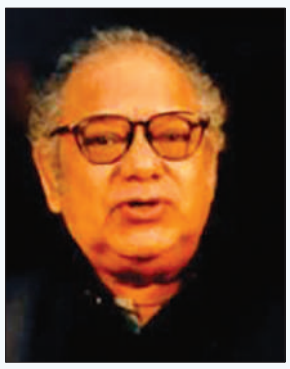

১৯৩৬ বুদ্ধদেব গুহ (১৯৩৬-২০২১) এদিন জন্ম নিলেন। মূলত অরণ্য এবং প্রকৃতি তাঁর লেখার সময় বিষয়বস্তু। স্ত্রী প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়িকা ঋতু গুহ। জনপ্রিয়তা নামক টক আঙুরফলটির প্রতি মধ্যমেধার বাঙালির মোহ ও বিদ্বেষ যুগপৎ বর্তমান। সেই প্রবণতার মূলে আঘাত করেছিলেন বুদ্ধদেব। ভালবাসাকে পুঁজি করে সাধারণ পাঠকের মন ছুঁতে চেয়েছিলেন। জঙ্গলে, প্রেমে বারবার নিজেকে উন্মুক্ত করেছেন। শত-সহস্র টুকরোয় ভেঙেছেন। তা থেকেই জন্ম নিয়েছে 'মাধুকরী'-র পৃথু ঘোষ, 'কোজাগর'-এর সায়ন, 'কোয়েলের কাছে'-র লালসাহেবরা।

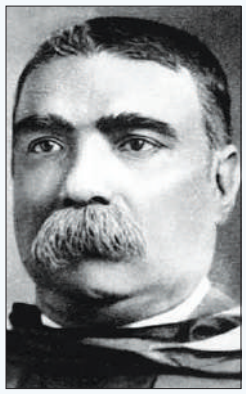

১৮৬৪ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪-১৯২৪) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। বিদ্যায়, বিনয়ে, স্থিরতায়, দৃঢ়তায়, নেতৃত্বে, কৃতিত্বে বাঙালি এক কালে কী ছিল, তারই উৎকৃষ্টতম উদাহরণটির নাম স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর প্রয়াণের পর আনন্দবাজার পত্রিকার হেডলাইন : 'বাঙ্গলার নরশার্দ্দুল আশুতোষের মহাপ্রয়াণ'। ৭৭, রসা রোডের মুখুজ্যেবাড়ির ছেলে ছোটবেলা থেকে নিজেকে ঘষেপিটে যে জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন, সেখানে পৌঁছতে পারা তো পরের কথা, শুধু ওই 'হয়ে ওঠার' ডিসিপ্লিনটুকুর কথা ভাবলেই আমবাঙালি কুলকুল করে ঘামবে। এত ছোটবেলা থেকে যে এত পড়াশোনা করা যায়, পড়াশোনা করলেও মনে রাখা যায়, শুধু মনেই রেখে দেওয়া নয়, বরং কাজেও লাগানো যায় এবং তা এমন কাজে, যা শুধু উনিশ শতক-শেষের ব্রিটিশ ইন্ডিয়ায় একটা ধোপদুরস্ত 'সরকারি' চাকরি আর নিপাট নিরাপদ জীবনের গন্তব্যে এসেই গোত্তা খেয়ে পড়বে না, নিজের সঙ্গে নিজের জাতি-ভাষা-সংস্কৃতির মানুষের ভাবনাচিন্তা আর আস্ত জীবনযাপনের ধারার মোড় ঘুরিয়ে দেবে— এ-সমস্ত বুঝতে হলে আশুতোষকে জানতে হবেই। উইকিপিডিয়াতে তো বটেই, আশুতোষ-পুত্র শ্যামাপ্রসাদের লেখাতেও আশুতোষের জন্মতারিখ লেখা ২৯ জুন। আশুতোষের বাবা গঙ্গাপ্রসাদের খাতায় কিন্তু লেখা : 'Birth day of Ashoo: 28th June 1864 at 4am', পরে স্পষ্টতর ব্যাখ্যা : '২৮ জুনের (মঙ্গলবার) প্রত্যুষে ৪টার সময়'।

বৃষ্টি ভেজা শহর

বৃষ্টিতে ভিজেও থেমে নেই শহরের জীবন। বর্ষার মধ্যেই বিশেষ ধরনের সাইকেলে করে গন্তব্যের পথে এক ব্যক্তি।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৭৪৭

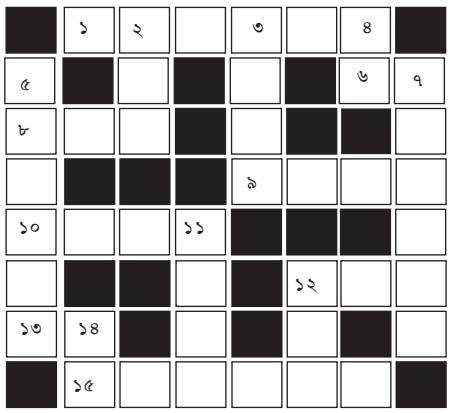

পাশাপাশি : ১. অনুসন্ধান ৬. তিরস্কার করা, ধমকানো ৮. গমন ৯. রসগর্ভ, রসপূর্ণ ১০. মাথার চুল ১২. পাপ ১৩. অতি শীঘ্র, চট ১৫. (আল.) কোপনস্বভাব নারী।

উপর-নিচ : ২. গড়াগড়ি ৩. ফুলের মধু ৪. —শুভ আশিস মাগে ৫. অফিসে বা কারখানায় রাতে কাজের পালা বা সময় ৭. ব্যাকরণের দুটি প্রকরণ ১১. মানুষের সেবা ১২. ন্যাড়া ১৪. বিভিন্ন প্রকারের বস্তু।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৭৪৬ : পাশাপাশি : ১. ছোটখাটো ৩. ঘেরাও ৫. শর ৬. পসার ৮. টিক ১০. জখম ১১. মেদিনী ১৩. সভা ১৫. লিপিকা ১৮. বাম ১৯. তত্রাপি ২০. আটপৌরে।
উপর-নিচ: ১. ছোটাছুটি ২.খারাপ ৩. ঘের ৪. ওলা ৫. শরজ ৭. চমস ৯. কমেডি ১২.নীলিম ১৪. ভালোকরে ১৬. কাছট ১৭. ভূত ১৮. বাপি।

নজরকাড়া ইনস্টা

■ উষসী চক্রবর্তী

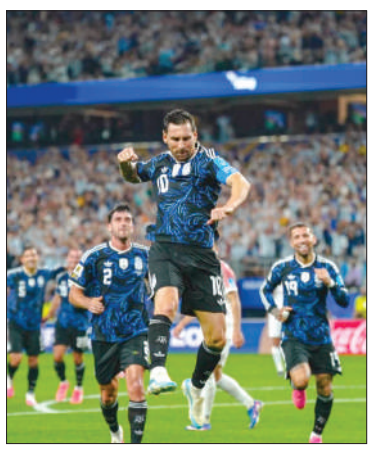

■ মেসি

■ সৌমিতৃষা

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

29 June, 2026 • Monday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
২৯ জুন ২০২৬
সোমবার

স্নানযাত্রার আগে জগন্নাথদেবের সঙ্গে ভক্ত। রবিবার কুমোরটুলিতে

একুশে শহিদ তর্পণের প্রস্তুতিতে রবিবার ধর্মতলায় টিম তৃণমূল

সুকান্ত-বিদ্যাপতি সেতুর নিচে উচ্ছেদ ঘিরে হাহাকার

প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ী-যাত্রীরা

প্রতিবেদন : আদালতের ধমকে কয়েকদিনের বিরতি দিয়ে ফের হকার উচ্ছেদে সক্রিয় হচ্ছে বিজেপির বুলডোজার। হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে শনিবার মধ্যরাতে ঘণ্টাখানেকের উচ্ছেদ-তাণ্ডবে শ্মশান হয়েছে পার্কসার্কাস স্টেশন চত্বর। এবার শহরের আরও দুই জায়গায় জল্লাদ বিজেপির অমানবিক অত্যাচারে পথে বসার মুখে ব্যবসায়ীরা। যাদবপুরের সুকান্ত সেতু ও শিয়ালদহের বিদ্যাপতি সেতুর নিচে বছরের পর বছর ধরে ব্যবসা করা দোকানদারদের সাতদিনের মধ্যে খালি করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী রবিবারের মধ্যে নির্দেশ না মানলেই চলবে বুলডোজার! নির্বিচারে রুটিরুজি কেড়ে আবারও গরিব মানুষকে পথে বসাবে গরিব-বিরোধী বিজেপির সরকার। যা নিয়ে উদ্বিগ্ন বহু ব্যবসায়ী পরিবার। কারণ, প্রায় কয়েকশো পরিবারের ভবিষ্যৎ সুকান্ত সেতু ও বিদ্যাপতি সেতু সংলগ্ন বাজারের উপর নির্ভরশীল। পুনর্বাসন ছাড়া গায়ের জোরে সেই বাজার ধূলিসাৎ করে দিলে তাঁদের সংসার চলবে কীভাবে?

যাদবপুর ও সন্তোষপুরের মাঝে সুকান্ত সেতু। যাদবপুর স্টেশন সংলগ্ন সেই সেতুর নিচে বসে

PUBLIC NOTICE

This is to notify that all the unauthorized occupants at ..... Street under the SUKANTA SETU Flyover, who have erected, set up any structure/s, whether fixed or movable or whether of a permanent or temporary nature in violation of Section 371 of the Kolkata Municipal Corporation Act, 1980 read with Section 516 of the Kolkata Municipal Corporation Act, 1980 shall have to remove all the structures within 7 (Seven) days from the date of this notice.

Failing which the KMC Authority will take steps in terms of the Kolkata Municipal Corporation Act, 1980.

By Order

Municipal Commissioner & Administrator
The Kolkata Municipal Corporation

সন্ধ্যা বাজার ও হকার্স মার্কেট। কয়েকশো দোকানে নিত্যদিনের কেনাবেচা। সান্ধ্যকালীন কাঁচামালের বাজারের উপরও নির্ভরশীল বহু ব্যবসায়ীর পরিবার। অন্যদিকে, শিয়ালদহ স্টেশনের কাছে বিদ্যাপতি সেতু সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে শিশির মার্কেট। কয়েকশো ব্যবসায়ীর দোকান, রুটিরুজির একমাত্র সম্বল। সেখানে কেউ ব্যবসা করেন ১৫ বছর ধরে, কেউ আবার ৩০ বছর ধরে প্রতিটি সরকার বদলের সঙ্গেই মানিয়ে নিয়ে ব্যবসা করছিলেন। কিন্তু বিজেপি সরকারে আসতেই প্রথমবার অস্তিত্ব সংকটে তাঁদের জীবনজীবিকা। তাই বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়াই শুভেন্দু-সরকারের নিষ্ঠুর উচ্ছেদ অভিযানের ফতোয়া পাওয়ার পর থেকেই আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। ফুল ব্যবসায়ী থেকে খাবারের দোকানদার, সকলেই আজ বিপন্ন।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, এই নতুন সরকার আমাদের মেরে ফেলার চেষ্টা করছে। ২০-৩০ বছর ধরে দোকান চালাই। এভাবে পুনর্বাসন ছাড়া সাতদিনের মধ্যে উঠে যেতে বললে আমরা কোথায় যাবো? কী খাবো? পরিবারকেই বা কী খাওয়াবো? বাম কিংবা তৃণমূল সরকারের আমলে তাও করে খেয়েছি। কিন্তু বিজেপি সরকার এসেই কর্মসংস্থান কেড়ে নিয়ে আমাদের অনাথ করে দিল! শুধু ব্যবসায়ীরাই নয়, বাজার উচ্ছেদের নোটিশে ক্রেতা মহলেও দেখা গেল চরম অসন্তোষ। কম খরচে দুপুরের খাবার থেকে অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসে ভরা এই বাজার উঠে যাওয়ার আশঙ্কায় নিত্যযাত্রীদের বক্তব্য, রেলযাত্রীর সমস্যা তো হয়ই। আবার খাওয়াদাওয়া কিংবা টুকটাক জিনিসপত্র কেনাকাটায় এই বাজারই একমাত্র ভরসা। তাই সকল ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন পরিকল্পনা সরকারের করা উচিত। পুরসভার তরফে দেওয়া উচ্ছেদ অভিযানের নোটিশের বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীরা একযোগে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আক্রান্ত তৃণমূল, অভিযোগ নিতে অস্বীকার পুলিশের

প্রতিবেদন : আবারও বিজেপি দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত তৃণমূল কর্মী। তাও আবার খাস কলকাতায়। কলকাতার ২৭ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল যুবনেতা তন্ময় হায়েত। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে এক নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে। কিন্তু বিজেপি দুষ্কৃতীদের হামলার ঘটনায় প্রাথমিকভাবে পুলিশ অভিযোগও দায়ের করতে চায়নি। খবর পেয়ে আহত তৃণমূল যুবনেতাকে দেখতে নার্সিংহোমে যান বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ। আক্রান্ত দলীয় কর্মীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে তিনি সরাসরি যান বড়তলা থানায়। ওসির সঙ্গে আলোচনা করেন। বিজেপির এই প্রতিহিংসার হামলা নিয়ে অভিযোগ নেওয়ার অনুরোধ জানান। ফেসবুকে এই ঘটনা জানিয়ে তৃণমূল বিধায়ক লেখেন, ওসি অনুরোধ রেখেছেন। পুলিশ যাচ্ছে নার্সিংহোমে তন্ময়ের বয়ান রেকর্ড করতে। সেইসঙ্গে ৩৯ নং ওয়ার্ড এলাকায় এক তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতারের খবর পেয়ে এদিন গিরিশ পার্ক থানাতেও যান কুণাল।

আক্রান্ত তৃণমূল যুবনেতাকে দেখতে হাসপাতালে বিধায়ক কুণাল ঘোষ।

রাধারমণ দাসকে সমস্ত পদ থেকে সরাল ইসকন

প্রতিবেদন : ইসকন কলকাতার সমস্ত পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল রাধারমণ দাসকে। একইসঙ্গে সংবাদমাধ্যম কিংবা অন্য কোনও জায়গায় ইসকনের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা বা কোনওরকম প্রতিক্রিয়া দেওয়া নিয়েও জারি করা হয়েছে নিষেধাজ্ঞা। সমাজমাধ্যমে দীর্ঘ পোস্ট করে রাধারমণ নিজেই জানিয়েছেন এই কথা। প্রসঙ্গত, কলকাতা ইসকনের সহ-সভাপতি রাধারমণ দাস গতবছর থেকেই ইসকনের অত্যন্ত পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছিলেন। সেই রাধারমণকেই সমস্ত পদ থেকে সরিয়ে দিল ইসকন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু কোন কারণে ইসকনের এই পদক্ষেপ?

রাধারমণ নিজেই বেশ কিছু বিষয়ের উল্লেখ করে জানিয়েছেন, বাংলাদেশে সনাতন ধর্মাবলম্বী ও ইসকন ভক্তদের উপর অত্যাচার নিয়ে সংবাদমাধ্যমে মুখ খোলা, গ্রেফতার চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুর সমর্থনে লাগাতার সোচ্চার হওয়া, 'ইসকন কসাইদের কাছে গরু বিক্রি করে' বলে মন্তব্য করা বিজেপি সাংসদ মানেকা গান্ধীর বিরুদ্ধে আইনি নোটিশ পাঠানো থেকে ২৯ মে ২০২৬ তারিখে তিনি একটি লাইভ ইন্টারভিউতে অংশ নেওয়া ভালভাবে নেয়নি ইসকন কর্তৃপক্ষ। তার জেরেই এই ইসকনের এই পদক্ষেপ বলে দাবি রাধারমণের। যদিও তাঁর অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেল থেকে কিছুক্ষণের মধ্যেই এই পোস্ট মুছে দেওয়া হয়।

উত্তরে সতর্কতা, দক্ষিণে বৃষ্টি

প্রতিবেদন : উত্তরবঙ্গে আজ পর্যন্ত লাল সর্তকতা জারি। অপরদিকে মঙ্গলবার বৃষ্টি বজায় থাকার কারণে জারি করা হয়েছে কমলা সতর্কতা। ভারী বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা থাকবে শুক্রবার পর্যন্ত। দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে বৃষ্টি হতে পারে ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত। লাগাতার বৃষ্টিতে পার্বত্য এলাকায় ধস নামার সম্ভাবনা রয়েছে। বিপদসীমার উপর বইতে পারে নদীর জল। এদিকে দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকলেও আগামী কয়েক দিন কলকাতার আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে। রয়েছে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও। ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদে। একই সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

সম্পাদকীয়

29 June, 2026 • Monday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কালা কানুন

সোমবার বিধানসভায় জোড়া বিল পেশ। বিল না বলে কালা কানুন বলা উচিত। তার সঙ্গে আবার অভিন্ন দেওয়ানিবিধির মতো বিলও পেশ হচ্ছে। জোড়া বিল বা পুলিশ বিল আসলে রাওলাট আইনের চেয়েও ভয়ঙ্কর। কেন ভয়ঙ্কর? তার কারণ, বিজেপির স্বৈরাচার, ফ্যাসিবাদী মনোভাব এই বিল দুটির মধ্য দিয়ে প্রকাশ্যে চলে এসেছে। বলা হচ্ছে সমাজবিরোধী ও অপরাধমূলক কাজকর্ম দমনের জন্য এই বিল। প্রশ্ন হচ্ছে, এর জন্য পুলিশি আইন আছে, বিচার ব্যবস্থা আছে। তা সত্ত্বেও এই বিল কেন? কোনও ব্যক্তিকে সন্দেহভাজন মনে করলে দীর্ঘ দিন আটকে রাখা যাবে। সেই ব্যক্তি চাইলেও আইনজীবীর সাহায্য নিতে পারবে না। লক্ষ্য আসলে বিরোধীদের মুখ বন্ধ করা। প্রতিবাদ, প্রতিরোধ বন্ধ করে দেওয়া। একইভাবে ব্রিটিশও রাওলাট আইন এই কারণেই প্রয়োগ করেছিল। জরুরি অবস্থার সময় বিশেষ বিশেষ আইন তৈরি করা হয়েছিল মানুষের মুখ বন্ধ করার জন্য। মানুষ গর্জে উঠেছিল। ভোট বাক্সে প্রভাব দেখা গিয়েছিল। রাজ্যের নতুন সরকারও এই কালা কানুন প্রণয়ন করার চেষ্টা চালাচ্ছে। প্রতিবাদ হচ্ছে। মানুষ সরকারের এই দমন-পীড়ন নীতি কিছুতেই মানবেন না।

e-mail থেকে চিঠি

পেট্রোলের দাম কমানো দরকার এবার সরকার কী ভাবছে?

প্রতিশ্রুতির বন্যা ছুটছে দিনভর। দুর্গাপুর, শিলিগুড়ির জোড়া মেট্রোরেল, উত্তরবঙ্গে এইমস, আইআইএমের মতো ষোলোআনা কেন্দ্রীয় প্রকল্পের ঘোষণাও রাজ্য বাজেটে স্থান পাচ্ছে। গৌরবে বহুবচনের অনিবার্য মৌতাত। কিন্তু এসবের মাঝেই খাদ্যদ্রব্য থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম যেভাবে লাফিয়ে বাড়ছে, তা নিয়ে কারও কোনও মাথাব্যথা আছে বলে মনে হচ্ছে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা স্পষ্ট বলেছেন, এখনই দামবৃদ্ধির নাগপাশ থেকে মুক্তি নেই। এল নিনোর প্রভাবে জুন মাসে যেভাবে বৃষ্টির ঘাটতি রয়েছে তাতে ফসল উৎপাদন মার খেলে পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হবে। আজ দেশের স্নাতকদের মাত্র ৭ শতাংশ স্থায়ী চাকরি করে। কৃষক আত্মহত্যা বন্ধ হয়নি। এর উপর দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি গরিবের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। মোদিজির ১২ বছরের শাসনে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বেড়েছে যথাক্রমে ৪৪ ও ৭৩ শতাংশ। গত একমাসে দফায় দফায় জ্বালানির দামবৃদ্ধি অর্থনীতিকে বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়েছে। এক ডলারের মূল্য ১২ বছরে ৬০ টাকা থেকে বেড়ে আজ ৯৫ টাকার আশপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। আশঙ্কা শীঘ্রই তা ১০০ ছাড়াবে। যুদ্ধের তীব্রতা কমে পরিস্থিতি যখন স্বাভাবিক হওয়ার পথে, লাফিয়ে পেট্রপণ্যের দাম বাড়ল তখনই। দেরি করে দামবৃদ্ধির কারণ বাংলা সহ পাঁচ রাজ্যের ভোট। ৪ মে ফল বেরনোর অব্যবহিত পরেই মাত্র দশদিনে ১০৫ টাকা থেকে বেড়ে এক লিটার পেট্রোল আজ ১১৩ টাকা ছাড়িয়েছে। ডিজেলের দামও পাল্লা দিয়ে ঊর্ধ্বমুখী। বেড়েছে লিটারে সাড়ে ৭ টাকা। বাদ যায়নি প্রতিটি গৃহস্থের রোজ সকালে প্রথম যেটা দরকার সেই রান্নার গ্যাসও। ৮২৯ টাকা থেকে বেড়ে এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ৯৬৮ টাকা। তেল ও গ্যাসের এই জোড়া ধাক্কায় সর্বপ্রকার নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য। ধনীরা ধাক্কাটা সহজে মানিয়ে নিলেও দিনমজুর গরিবের পেটে টান পড়তে বাধ্য। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে অশোধিত তেল আন্তর্জাতিক বাজারে যুদ্ধের আগের দরে ঘোরাফেরা করলেও পেট্রলিয়াম মন্ত্রক, সরকারের শীর্ষ মহল এবং তেল সংস্থাগুলি বিস্ময়করভাবে নীরব। দাম কমানোর ব্যাপারে উদ্যোগী নয় কেউ। সংকট সেই কারণেই তীব্র। দামবৃদ্ধির আগে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী বলেছিলেন, তেল কোম্পানিগুলির দৈনিক ক্ষতি নাকি হাজার কোটি ছাড়িয়েছে। — **অভিষেক নন্দী, বিরাটি, উত্তর ২৪ পরগনা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

আধুনিক রাশি বিজ্ঞানের ভগীরথ

● এক অসাধারণ বিজ্ঞানীর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সেই ব্যতিক্রমী সময়কালের মেলবন্ধনই তৈরি করেছে মহলানবিশের স্থায়ী উত্তরাধিকার।

● আজ সেটা হওয়া মুশকিল।

লিখছেন **শোভন সেনগুপ্ত**

গোটা বিশ্বে পরিসংখ্যান দিবস পালিত হয় অক্টোবরের ২০ তারিখ। ভারতে কিন্তু সেই দিনটি আজ, ২৯ জুন। অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের জন্মদিনকেই বেছে নেওয়া হয়েছে পরিসংখ্যান দিবস হিসেবে, স্বাধীন ভারতের উন্নয়নযজ্ঞে তাঁর অবিস্মরণীয় ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিতে। আর, ২৮ জুন হল তাঁর মৃত্যুদিন।

বছর চারেক আগে প্রকাশিত হয়েছে নিখিল মেননের বই 'প্ল্যানিং ডেমোক্র্যাসি: হাউ আ প্রফেসর, অ্যান ইনস্টিটিউট অ্যান্ড অ্যান আইডিয়া শেপড ইন্ডিয়া'। সেই বইটাকে ধরেই আজকের তথ্য-বিধ্বস্ত দেশ এবং দুনিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর উত্তরাধিকারের পুনর্মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

কেমব্রিজের ট্রাইপস ছাত্র প্রশান্তচন্দ্রের দেশে ফেরার জাহাজ যুদ্ধের জন্য ছাড়তে দেরি হলে সেই অবকাশে কিংস কলেজের গ্রন্থাগারে কী ভাবে পরিসংখ্যানবিদ্যার বই আসে তাঁর হাতে, কী ভাবে পরিসংখ্যানবিদ্যার প্রবাহকে এ দেশে নিয়ে এলেন তরুণ মহলানবিশ, তা অল্পবিস্তর সকলেরই জানা বিষয়।

ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট (আইএসআই)-এর মতো এক শিক্ষা এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা, বা ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অফিস (এনএসএসও) বা সেন্ট্রাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিস (সিএসও)-এর মতো পরিসংখ্যানবিদ্যার প্রশাসনিক এবং ব্যবহারিক প্রতিষ্ঠান তৈরি, একটা প্রজন্মের পরিসংখ্যানবিদ, গণিতবিদ-সহ শিক্ষক-গবেষকদের সযত্নে লালন করাই কেবলমাত্র মহলানবিশের উত্তরাধিকার নয়— রাষ্ট্র আর সমাজকল্যাণে পরিসংখ্যানবিদ্যার সফল প্রয়োগের সার্থক উদাহরণ।

জীবনব্যাপী অসংখ্য সমীক্ষা পরিচালনা করেছেন মহলানবিশ— কৃষি, অর্থনীতি, শিল্প, পাট উৎপাদন, বাংলার দুর্ভিক্ষের ক্ষয়ক্ষতি, এমন বহুবিধ বিষয়ে। এনএসএসও-র সমীক্ষাগুলি যে সদ্য-স্বাধীন দেশের রূপরেখা বুঝতে, প্রয়োজন অনুধাবনে, এবং সার্বিক বিকাশে চাবিকাঠি হয়ে উঠেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই সব সমীক্ষার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন অ্যাঙ্গাস ডিটনের মতো নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদও।

সমীক্ষা এবং তথ্যকে ত্রুটিহীন করতে মহলানবিশের সাধনা রূপকথাসম। সমীক্ষার তথ্যের ভুল পরিমাপের জন্য তিনি তৈরি করেন রাশিবিজ্ঞানের নতুন তত্ত্ব। এনএসএসও-র তথ্য সংগ্রহে ক্রস এগজ়ামিনেশন বা প্রতি-পরীক্ষার জন্য স্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক কর্মী রাখার ব্যবস্থা করেন তিনি। পক্ষপাতহীন তথ্য সংগ্রহের এই সংস্কৃতি নিঃসন্দেহে মহলানবিশ জমানার এক বড় উত্তরাধিকার। আজকের ভারতে দাঁড়িয়ে তথ্যের প্রতি এই নিষ্ঠার কথা বিশ্বাস করাই মুশকিল।

সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিও তাঁর অনুকূল ছিল অনেকটাই।

জহরলাল নেহরুর সঙ্গে মহলানবিশের হৃদ্যতার সূত্রপাত স্বাধীনতারও এক যুগ আগে, তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্রের হাত ধরে। স্বাধীন দেশের উন্নতির পরিকল্পনায় নেহরু অনেকটাই নির্ভর করলেন মহলানবিশের উপরে। সদ্য-স্বাধীন ভারতের যোজনা কমিশন এবং তার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি ছিল ঔপনিবেশিকতা-উত্তর পৃথিবীর অন্যতম উচ্চাভিলাষী পরীক্ষা-নিরীক্ষা। নেহরু বিশ্বাস করেছিলেন যে, পরিকল্পনার মাধ্যমেই প্রশমিত করা সম্ভব অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার দ্বন্দ্বকে।

মহলানবিশ এই পরিকল্পনাকে রাজনীতির মুঠো থেকে বার করে এনেছিলেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে নিউ ইয়র্ক টাইমস বলেছিল এশিয়ার অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অভিযান। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে যেন কলকাতারও গুরুত্ব বাড়ল দিল্লির আমলাতান্ত্রিকতার অন্দরে। নিখিল মেনন একে বলেছেন কলকাতার দিল্লি বিজয়।

আজকের দুনিয়ায় প্রায় সমস্ত কিছুই তো বাঁধা পড়ে গিয়েছে 'ইন্টারনেট অব থিংস'-এর ইন্দ্রজালের বাঁধনে। বিশ্বজোড়া অতিমারি এই আন্তর্জালের নাগপাশকে আরও জোরদার করেছে। তথ্যের পরিমাণ গুণোত্তর প্রগতিতে লাফিয়ে বাড়ছে। এই বিপুল তথ্যকে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা কিন্তু সত্যিই নেই রাশিবিজ্ঞানের বা আজকের প্রযুক্তির। ও দিকে 'ডেটা'র পরিধি বেড়েই চলেছে। অবশ্য ইতিহাস সাক্ষী যে, সমসাময়িক প্রযুক্তি তথ্যকে বিশ্লেষণ করতে অপারগ হয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই। এমনকি মহলানবিশের বড় সমীক্ষাগুলি যখন প্রচুর তথ্যের জোগান দিতে থাকে, সে সময়কার প্রযুক্তি দিয়ে তার সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ সম্ভব ছিল না। সেই 'বিগ ডেটা'কে বাগে আনতে কী করেছিলেন মহলানবিশ? বহু চেষ্টায় তিনি আইএসআই-এ নিয়ে এলেন ভারতের প্রথম দুটো কম্পিউটার। এক পরিসংখ্যানবিদের হাতে সূচনা হল ভারতের কম্পিউটার যুগের। পরিসংখ্যানবিদ্যার মতো ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে নিজের মতো করেই সমন্বয় সাধন করতে হয়। সব যুগেই।

আজ প্রথাগত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রেও এসে গিয়েছে প্রযুক্তির অনিবার্য প্রয়োগ। যেমন, ভারতের জনশুমারি হতে চলেছে 'ডিজিটাল'। তথ্য ও তার বিশ্লেষণের চরিত্রের এই পরিবর্তন কালে মহলানবিশের ভঙ্গিতে মানবকল্যাণে তার প্রয়োগ সহজ নয় নিশ্চয়ই। এবং তথ্য সংগ্রহে মহলানবিশের নৈর্ব্যক্তিক নিষ্ঠা যে প্রশ্নাতীত বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করেছিল, তাঁর মৃত্যুর এতগুলো দশক পরে তা ধরে রাখাও কঠিন নিশ্চয়ই। 'যোজনা কমিশন'-এর 'নীতি আয়োগ' হওয়া, বা এনএসএসও এবং সিএসও জুড়ে গিয়ে ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিস হয়ে যাওয়াটাই হয়তো যথেষ্ট নয় তার জন্য।

মহলানবিশের ম্যাজিকটা ঠিক কী ছিল? আসলে তাঁর অনন্য ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে সে সময়কার এক সম্ভাবনাপূর্ণ কিন্তু অব্যক্ত বিষয়— পরিসংখ্যানবিদ্যা। তাকে ভাষা জুগিয়েছেন মহলানবিশ, অন্তত ভারতের প্রেক্ষিতে। দেশ ও সমাজের এক প্রকৃত ক্রান্তিকালে পরিসংখ্যানবিদ্যাকে তিনি দেখেছেন অর্থনৈতিক উন্নয়নের সোপানের এক প্রধান প্রযুক্তি হিসেবে। সঙ্গে অবশ্যই ছিল সদ্য-স্বাধীন দেশের মাথা তুলে দাঁড়াবার প্রত্যয়, এবং অনুকূল রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা। এক অসাধারণ বিজ্ঞানীর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সেই ব্যতিক্রমী সময়কালের মেলবন্ধনই তৈরি করেছে মহলানবিশের স্থায়ী উত্তরাধিকার।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজ্য

29 June, 2026 • Monday • Page 5 || Website - www.jagobangla.in

৫
২৯ জুন ২০২৬
সোমবার

গভীর রাতে বুলডোজার • ঠিকানাহারা কয়েক হাজার মানুষ

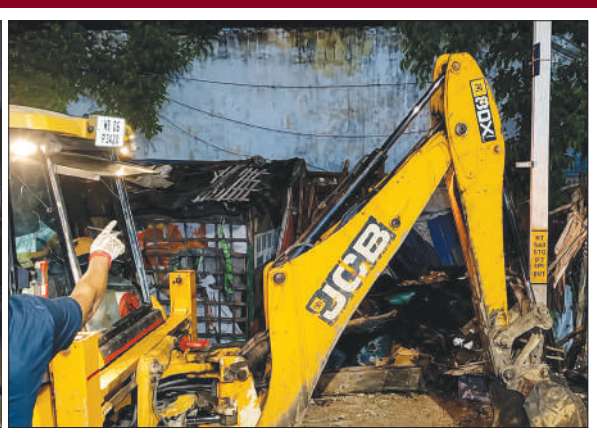

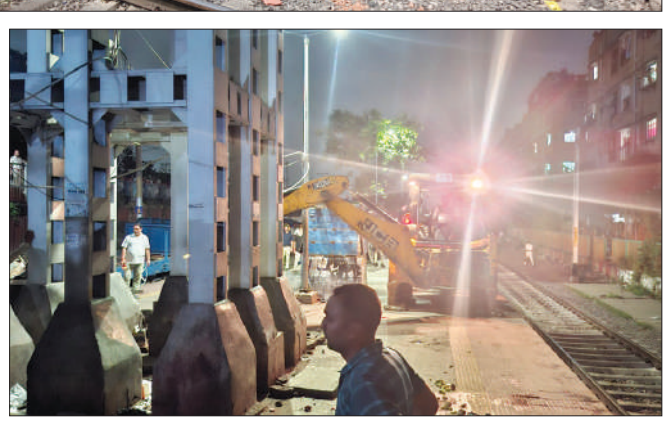

বিশ্বাসঘাতকদের বৈঠক থেকে বেরোচ্ছে মুখ ঢেকে!

প্রতিবেদন : ভুঁইফোঁড় নেতাদের বৈঠক থেকে বের হচ্ছেন মুখ ঢেকে! কেন? এটা কে? তীব্র শ্লেষ দাগলেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। তাঁর প্রশ্ন, বিশ্বাসঘাতক শিবিরে বৈঠকে গেলেন, কিন্তু বের হচ্ছেন মুখ ঢেকে? একটা রাজনৈতিক বৈঠক তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, তা নিয়ে লড়াই থাকতে পারে। কিন্তু মুখ ঢেকে লোকে বেরোবে কেন? দেখে মনে হচ্ছে মধুচক্র থেকে ধরা পড়েছে। কী এমন হল যে, মুখ ঢেকে হোটেল থেকে বের হতে হচ্ছে? ওই বালিশের ছবি, তারপর মুখ ঢাকার ছবি, এগুলি বিকৃত ধারণা তৈরি হচ্ছে। তাঁর আরও প্রশ্ন, সত্যি বৈঠকের ছবি তো? যদি হয়, এ তো আজব ঘটনা!

এদিন ফিরহাদ হাকিম প্রসঙ্গে কুণাল বলেন, বৈঠকে ফিরহাদ হাকিম যাননি বলেই শুনেছি। কেন যাননি বলতে পারব না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে পদ, ক্ষমতা যদি কেউ পেয়ে থাকে তার একনম্বর ফিরহাদ হাকিম। কাউন্সিলর, এমআইসি, মেয়র, মন্ত্রী, হিডকো, দলের পদ একাধিক দফতরের পদ পেয়েছেন। এসব পাওয়ার পরে যদি কেউ বিক্ষুব্ধ হন, তাহলে কিছু বলার নেই। তাঁর প্রশ্ন, কেন মেয়র পদ ছাড়লেন? সিপিএম জমানায় মেয়র ছিলেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়। বিজেপি জমানায় ফিরহাদ দাঁতে দাঁত চিপে মেয়র থাকতেন। কেন ইস্তফা দিয়ে বিজেপিকে রাজনীতি করার সুযোগ করে

তীব্র কটাক্ষ কুণালের

দিলেন? মুখ্যমন্ত্রী তারাতলায় বিপর্যয়ে নথিতে দেখিয়েছেন ফিরহাদ হাকিমের সই। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন কাউকে ছাড়া হবে না। তাহলে ফিরহাদ হাকিমকেও গ্রেফতার করবেন তো? রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে বলেন, সাংসদ হয়েছে দিদির দয়ায়। বড় বড় কথা বলতে গেলে আগে সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিক। তৃণমূলের শহিদ তর্পণ নিয়ে কুণাল বলেন, একুশে জুলাই মানে শহিদ তর্পণ। সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হয়। এবারও সেটাই হবে।

দোকানে আগুন

সংবাদদাতা, বারাসত: রবিবার বিকেলে বারাসতের ময়নায় একটি গাড়ি ডেকোরেশনের দোকানে আগুন। খবর পাওয়ামাত্রই ঘটনাস্থলে আসে দমকলের দুটি ইঞ্জিন। কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রাথমিকভাবে দমকল কর্মীদের অনুমান, শর্ট সার্কিটের কারণে আগুন লাগে। দোকানে মজুত প্রচুর দাহ্য পদার্থের কারণে আগুন দ্রুত বড় আকার নিতে থাকে। কিন্তু দমকল কর্মীদের তৎপরতায় প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই।

পালাবদলে বন্ধ সংস্কারের কাজ
নিকাশির দাবিতে বিক্ষোভে কৃষকরা

সংবাদদাতা, বসিরহাট: নতুন সরকার এসেছে মাস পেরিয়েছে। কিন্তু তারপর থেকে আর সংস্কার হয়নি খালের। সমাধান হয়নি নিকাশি ব্যবস্থারও। বিবার বসিরহাটের মাটিয়া থানার হুলোর মোড় এলাকায় এই সমস্যার সমাধান করার দাবি তুলে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাল কৃষকরা। খাল জবরদখল করায় ভেঙে পড়েছে এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা। জল যন্ত্রণার পাশাপাশি ৪২০০ একর জমির চাষ বন্ধ। নতুন সরকারের কাছে কৃষকদের দাবি, অবিলম্বে খাল দখল মুক্ত করে তার সংস্কার করা হোক।

কৃষকদের দাবি, খোলাপোতা পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে বসিরহাট পুর এলাকার একাংশ সহ চাঁপাপুকুর পঞ্চায়েতের ওপর দিয়ে রাজেন্দ্রপুর পঞ্চায়েত পর্যন্ত দীর্ঘ এই এলাকার প্রায় ৪২০০ একর কৃষি জমি রয়েছে। নিকাশি সমস্যার কারনে এই বিশাল জমির চাষ বন্ধ হয়েছে। এলাকা দিয়ে বড় একটা খাল ছিল। যে খাল দিয়ে এইসব বিস্তীর্ণ এলাকার বর্ষার জল বয়ে যেত। কিন্তু এলাকার কিছু অসাধু ব্যক্তি এই খালের বিভিন্ন জায়গা বন্ধ করে দখল করে মাছের ভেড়ি সহ দোকানপাট তৈরি করেছে। যে কারণে এই খাল দিয়ে কোনও জল নিকাশি হয় না। ফলে এই বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষিজমি বছরের প্রায় সবসময়ই জলমগ্ন থাকে। স্বাভাবিকভাবেই জমিতে চাষ বন্ধ হয়ে আছে। বছরের মধ্যে প্রায় আট মাস এই কৃষি জমিগুলোতে জল আটকে থাকে। ফলে কয়েক হাজার কৃষক পরিবার চাষ করতে না পেরে আর্থিক সংকটে ভুগছে।

স্নাতকে আসন ফাঁকা, মন্ত্রীর মন্তব্যে হাসির রোল

প্রতিবেদন : কলেজগুলোতে স্নাতক স্তরে ফাঁকা হাজার হাজার আসন। এই নিয়ে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় যা যুক্তি দিলেন তা বালখিল্যপনার সমান। মন্ত্রীর দাবি, অপরিকল্পিত ভাবে আসন বৃদ্ধিই এর পেছনে দায়ী। এই ধরনের কাণ্ডজ্ঞানহীন মন্তব্য আসলে নিজের দফতরের চরম ব্যর্থতা এবং নীতিগত দেউলিয়া আড়াল করার এক নগ্ন প্রয়াস মাত্র। গণতান্ত্রিক দেশের সরকারের প্রধান দায়িত্ব শিক্ষার সুযোগ প্রসারিত করা। সমস্যা আসনের সংখ্যায় নয়, সমস্যা বর্তমান সরকারের দিশাহীন শিক্ষানীতিতে। বিজেপি শাসিত রাজ্যে যেভাবে পড়াশোনা শেষ করে যুবকরা যখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে তাতে সেই আতঙ্ক এখন গ্রাস করেছে বাংলার ছেলেমেয়েদেরও। যদি বিগত সরকারের সিদ্ধান্ত ভুলই হয়ে থাকে, তবে গত কয়েক বছরে কীভাবে আসন ভরছিল? শিক্ষাকে স্রেফ রাজনীতির দড়িটানাটানি না বানিয়ে, সরকার আসন খালি থাকার আসল কারণ অনুসন্ধান করুক।

রাজ্য
29 June, 2026 • Monday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভয়াবহ পথদুর্ঘটনা নদিয়ার শান্তিপুরে। ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে রানাঘাট থেকে আসা একটি ডাম্পারকে পিছন থেকে আচমকা ধাক্কা মারে দশ চাকার লরি। লরিচালকের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু। মারাত্মক আহত দুই

জলযন্ত্রণায় নাকাল রায়গঞ্জবাসী
টায়ার জ্বালিয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : একমাস হয়ে গেলেও প্রশাসন কার্যত হাত গুটিয়ে বসে। ফল যা হওয়ার তাই। বর্ষার শুরুতেই মাত্র কয়েক ঘণ্টার ঝড়-বৃষ্টিতে কার্যত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে রায়গঞ্জের জনজীবন। এই জলযন্ত্রণার প্রতিবাদে রবিবার সকালে বিদ্রোহী মোড়ের যুবশ্রী কালীমন্দিরের সামনে পথ অবরোধ করে তুমুল বিক্ষোভ দেখালেন বাসিন্দারা। বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। দাবি, শনিবার সন্ধ্যার বৃষ্টির পর ১২ ঘণ্টারও বেশি সময় কেটে গেলেও ৪ নম্বর ওয়ার্ডের রবীন্দ্রপল্লি এবং বিদ্রোহী মোড় সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা জলের তলায়। ড্রেনের নোংরা জল ঢুকে পড়েছে শোবার ঘর থেকে রান্নাঘরে। পুরসভার

উদাসীনতা নিয়ে বিক্ষোভকারী আরতি বসাক বলেন, ঘরে জল ঢুকে রান্নাবান্না বন্ধ। বাড়ির ছোট শিশু, বৃদ্ধ আর অসুস্থ মানুষদের নিয়ে আমরা কোথায় যাব? এইরকম পরিস্থিতি প্রায় সবার। তাতেই উত্তর কলেজপাড়া, পূর্বাশাপাড়া-সহ সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা পুরনো জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে বিক্ষোভ। দাবি, অবিলম্বে জল সরানোর ব্যবস্থা করতে হবে এবং ভবিষ্যতে যাতে দুর্ভোগের পুনরাবৃত্তি না হয়, তার জন্য আধুনিক ও স্থায়ী জলনিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন পুরসভার স্যানিটারি বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার সৌম্যদীপ কুণ্ডু। উত্তেজিত জনতা তাঁকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখায়। সৌম্যদীপ জানান, লেবার বা শ্রমিক সংক্রান্ত কিছু সমস্যার কারণে কাজ শুরু করতে একটু দেরি হয়েছিল। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছি। দ্রুত জল নামানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে যাতে এই ওয়ার্ডগুলোতে জল না জমে, তার স্থায়ী পরিকল্পনা নেওয়া হবে।

ফরাক্কায় পাচারের আগেই গরুবোঝাই গাড়িসহ ধৃত ২

সংবাদদাতা, ফরাক্কা : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার গভীর রাতে ফরাক্কা থানার পুলিশ একটি সন্দেহভাজন ৪০৭ গাড়ি ধাওয়া করে চালক-সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। ওই গাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে ১১টি গবাদি পশু। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে একজনের নাম মহেশ্বর মণ্ডল (৪২), ওই গাড়ির চালক। মালদা জেলার কালিয়াচকের বাসিন্দা। গ্রেফতার হওয়া অপর ব্যক্তির নাম কাজেম আলি (৪৫), বাড়ি মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের আলমশাহি এলাকায়।

শনিবার রাতে মালদার দিক থেকে সামশেরগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল গাড়িটি। ফরাক্কার এনটিপিসি মোড়ে ১২ নং জাতীয় সড়কের উপর গাড়িটি কর্তব্যরত পুলিশের দেখে সন্দেহ হওয়ায় তারা পিছু নেয় এবং ধাওয়া করে গাড়িটিকে আটক করে। এরপর গাড়িতে থাকা গবাদি পশুগুলির কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় চালকসহ দু'জনকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশের অনুমান, বিহারের পূর্ণিয়া থেকে মালদা হয়ে গরুগুলি সামশেরগঞ্জের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সেখান থেকে সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে পাচার করার উদ্দেশ্য ছিল অভিযুক্তদের। এই চক্রের পেছনে আর কারা জড়িত এবং কোথা থেকে এই গরুগুলি আনা হচ্ছিল, তার সম্পূর্ণ তদন্ত শুরু করেছে ফারাক্কা থানার পুলিশ। রবিবার ধৃতদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বিশ্বাসঘাতক ঘনিষ্ঠ তোলাবাজ ধৃত

প্রতিবেদন: বিশ্বাসঘাতক ঋতব্রত ঘনিষ্ঠ আইএনটিটিইউসি'র হাওড়া সদরের প্রাক্তন সভাপতি অরিন্দম দাস পুলিশের জালে। তোলাবাজ নেতাকে গোলাবাড়ি থানার পুলিশ শিলিগুড়ি থেকে গ্রেফতার করে। লুকিয়ে ছিল আত্মীয়ের বাড়িতে। তার বিরুদ্ধে হাওড়া স্টেশন চত্বরে তোলাবাজি-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে। ভোটের পরেই গাঢাকা দেয়। প্রাক্তন বিধায়ক গৌতম চৌধুরী ও অরিন্দম দু'জনেই বিশ্বাসঘাতকের ঘনিষ্ঠ।

পুলিশের জালে

সংবাদদাতা, হাওড়া : পালাবদলের পর নানা অজুহাতে তৃণমূল নেতা, কর্মীদের গ্রেফতারি চলছে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জেরে চলছে গ্রেফতারি। এই নিয়ে বারবার অভিযোগ করেছে তৃণমূল। এবার গ্রেফতার হলেন আইএনটিটিইউসি-র হাওড়া সদরের প্রাক্তন সভাপতি অরবিন্দ দাস। ৪ মে ভোটের ফল ঘোষণার দিন রাতে তাঁর বাড়িতে হামলা হয়। তার বাইক ভেঙে দেয় হামলাকারীরা। তারপর থেকেই অরবিন্দর খোঁজ চলছিল। অবশেষে হাওড়ার গোলাবাড়ি থানার পুলিশ উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি থেকে হাওড়া সদর আইএনটিটিইউসির প্রাক্তন সভাপতি অরবিন্দ দাসকে গ্রেফতার করল। রবিবারই ধৃতকে হাওড়া আদালতে পেশ করা হয়।

সাংসদের নাম ভাঙিয়ে জমিদখল ঘিরে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরমে

সংবাদদাতা, নদিয়া : রানাঘাটের সাংসদের নাম ভাঙিয়ে জমিদখলের অভিযোগ বিজেপির এক নেতার বিরুদ্ধে। জমিদখলে বাধা দিতে গেলে বিজেপি কর্মীদের মাথা ফাটিয়ে দিল অন্য গোষ্ঠীর লোকজন। নদিয়ার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত বেলঘড়িয়া বেলতলা এলাকার ঘটনা। সরকার গঠনের দেড় মাস কাটতে না কাটতেই জমির দখলদারি নিয়ে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তুঙ্গে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শান্তিপুরের বেলঘরিয়া বেলতলা এলাকায় প্রায় ১২ বিঘা জমি ঘিরে বিবাদ শুরু হয়েছে। বিবাদ আদালত পর্যন্ত পড়িয়েছে। জমির মালিকানা নিয়ে বিবাদ থাকার কারণে, আদালতের নির্দেশে ১৪৪ ধারা বলবৎ আছে। অভিযোগ, জমির দখল নিতে গতকাল রাতে শান্তিপুর মণ্ডল ২-এর বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সরকার প্রোমোটার ও কিছু দুষ্কৃতীকে নিয়ে আসে। গ্রামবাসীরা বাধা দিলে রাতের অন্ধকারে লোহার রড,

ধারালো অস্ত্র নিয়ে বেধড়ক মারধর করে অন্য বিজেপি কর্মীদের। একজন মারাত্মক আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি। স্থানীয় বিজেপি কর্মী স্বপ্ন কর্মকার বলেন, সাংসদের নাম করে জমিদখলের চেষ্টা করেছেন সম্রাট সরকার, আমরা চাই পুলিশ কঠোরতম পদক্ষেপ নিক এই জমিমাফিয়াদের বিরুদ্ধে। বিতর্কিত জমিতে একটি খেলার মাঠ ও মন্দির নির্মাণ হবে কিন্তু গায়ের জোরে সম্রাট ও তার দলবল এই জমি দখল করতে চাইছে।

শহিদ তর্পণের প্রস্তুতি শুরু

(প্রথম পাতার পর) মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ২১ জুলাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমাদের দল তৃণমূল কংগ্রেসের যে শহিদ তর্পণের কর্মসূচি রয়েছে তার জন্য প্রাথমিক ভাবে জায়গাটি দেখা। আজ আমরা একুশে জুলাই সভার জন্য প্রাথমিক ভাবে জায়গাটি খতিয়ে দেখলাম। কোথায় কী হবে সেসব আমাদের নেতৃত্ব খুঁটিয়ে দেখলেন। মাপজোক নেওয়া হল। এরপর ডেকরেটর কর্মীরা বাকিটা করবেন। আমাদের শাখা সংগঠন, গণসংগঠনগুলিরও কিছু দাবিদাওয়া আছে। তাদের জন্য আলাদা কোনও মঞ্চ করা যায় কিনা, সেসব মাথায় রেখে কাদের কতটা জায়গা দেওয়া যায়, সেসব আমরা প্রাথমিক ভাবে দেখে গেলাম। বাকিটা দলীয় নেতৃত্ব স্থির করবেন বলেই কুণাল জানান। তিনি আরও বলেন, আইন মেনে আমরা এর মধ্যেই প্রশাসনের কাছে সভা করার আবেদন জানিয়েছি। আশা করি বছরের একটা দিন প্রশাসন আমাদের সভা করার অনুমতি দেবে।

এরপর কুণাল বলেন, ১৯৯৩ সালের একুশে জুলাই আন্দোলনটা সেদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হয়েছিল। এখন দেখা যাচ্ছে, অনেকেই একুশে জুলাই করতে চাইছে। তখন তো অনেকে আবার সিপিএম করত। ফলে তারা কেউ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনটা দেখেনি। তখন সচিত্র ভোটার কার্ড ছিল না। 'নো ফটো আই কার্ড, নো ভোট' স্লোগান তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। সেই সমাবেশে গুলি চালিয়ে ১৪ জনকে মেরেছিল সিপিএমের সরকার। ১৩ জনকে শনাক্ত করা গিয়েছিল, একজনকে যায়নি। আহতের সংখ্যা ছিল হাজারেরও বেশি। সেদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও খুনের চেষ্টা করা হয়েছিল। আহত, অচৈতন্য অবস্থায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুলিশ তুলে নিয়ে যাওয়ারও চেষ্টা করেছিল। তারপর থেকে প্রতি বছর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই দিনটা শহিদ তর্পণ করেন। দেশের রাজনীতির ইতিহাসে এটা একটা নজিরবিহীন ঘটনা।

সেদিন ধর্মতলার এই জায়গাতেই হয়েছিল আন্দোলন। এখানেই পড়েছিল শহিদদের দেহগুলো। যে ঘটনাস্থলে কলকাতার বুকে সাম্প্রতিক কালের সবচেয়ে বড় গণহত্যা হয়েছিল, সেখানেই তো হবে শহিদ তর্পণ। যোগা দিবসের জন্য সাতদিন রেড রোড বন্ধ রাখা যেতে পারে, আর একদিনও নয়, একবেলার জন্য এখানে সভা করা যাবে না! সাংসদ দোলা সেন বলেন, ওইদিন আমাদের নেত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। একমাস পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন তিনি। তারপর ডিসেম্বর ১৯৯৩ সালে এই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আমাদের নেত্রী ঘোষণা করেছিলেন যে, আমি যতদিন বাঁচব এইখানে আমার সঙ্গীসাথীদের স্মরণে পালন করব শহিদ দিবস। এটাই কর্মীদের কাছে একুশে জুলাইয়ের অন্যতম তাৎপর্য।

বিশ্বমঞ্চে সোনা জয় বাংলার তিন কন্যার

সংবাদদাতা, বসিরহাট: সোনা জয় করে ফিরল বাংলার তিন কন্যা। বাংলাদেশ, পাকিস্থানকে হারিয়ে স্বর্ণপদক নিয়ে দেশে ফিরল বসিরহাটের তিন কন্যা। আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের মুখ উজ্জ্বল করল সীমান্ত শহরের স্নিগ্ধা গাইন, আরোহী মণ্ডল এবং স্নেহা রায়রা। বর্ণাঢ্য র‍্যালি, ফুলের মালা ও উচ্ছ্বাসে তাঁদের সংবর্ধনা জানাল বসিরহাটবাসী। নেপালের কাঠমাণ্ডুতে আয়োজিত আন্তর্জাতিক ডান্স চ্যাম্পিয়নশিপে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করে এলাকায় খুশির জোয়ার তিন কন্যা।

সম্প্রতি নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে অনুষ্ঠিত এই আন্তর্জাতিক নৃত্য প্রতিযোগিতায় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিযোগীরা অংশ নেন। ওয়েস্টার্ন-সহ নাচের একাধিক বিভাগে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় নিজেদের একক দক্ষতা ও

নৃত্যশৈলীর মাধ্যমে বিচারকদের মন জয় করে নেয় বসিরহাট মহাকুমার এই তিন প্রতিভাবান কন্যা। সোনাজয়ী নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে ছিল তেঁতুলিয়ার হঠাৎগঞ্জের বাসিন্দা স্নিগ্ধা গাইন, বাদুড়িয়ার বাসিন্দা আরোহী মণ্ডল ও স্নেহা রায় রয়েছেন। আন্তর্জাতিক মঞ্চে তাঁদের এই সাফল্যে গর্বিত পরিবার, আত্মীয়-পরিজন থেকে শুরু করে গোটা বসিরহাট।

বহু মানুষ করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানান এই তিন কৃতীকে। তাঁদের এই সাফল্যে আনন্দে মেতে ওঠে গোটা এলাকা। তিন নৃত্যশিল্পীর প্রশিক্ষক প্রীতম অধিকারী জানান, নিজে কখনও আন্তর্জাতিক স্তরে নাচ করার সুযোগ পাননি, তবে তাঁর ছাত্রীরা সেই স্বপ্ন পূরণ করেছে। আমার ছাত্রীরা দেশের জন্য সোনা জিতে এনেছে। একজন শিক্ষক হিসেবে এর থেকে বড় প্রাপ্তি আর কিছু হতে পারে না। আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই সাফল্য শুধু বসিরহাট মহাকুমার গর্বই নয়, ভবিষ্যতে আরও বহু প্রতিভাবান নৃত্যশিল্পীকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করবে বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

29 June, 2026 • Monday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
২৯ জুন ২০২৬
সোমবার

পোলিও দিবস ২০২৬ উপলক্ষে রবিবার কোচবিহার জেলাজুড়ে অনুষ্ঠিত হল বিশেষ পোলিও টিকাকরণ কর্মসূচি

মিরিকে ধস

■ রাতভর টানা বৃষ্টিতে রবিবার সকালে ধস নামে মিরিকে। গয়াবাড়ি এলাকায় ধস নামে। দ্রুত ধস সরানোর কাজ শুরু হয়। অবশেষে একমুখী যানচলাচল শুরু হয়েছে। উত্তরে একটানা বৃষ্টি চলছে। এর ফলে পাহাড় থেকে সমতল বিপর্যস্ত। দিন কয়েক আগেই ধস নেমে বন্ধ হয়ে যায় ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। এর ফলে পাহাড় ও সমতলের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়টে পড়ে। বালসনের জল বেড়ে তলিয়ে যায় দুধিয়ার হিউম পাইপের সেতু। কোনক্রমে স্বাভাবিক হচ্ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থা। এরই মধ্যে ফের মিরিকে ধস নেমে বিপত্তি।

খাদ্য দফতরে আগুন

■ কোচবিহারের মাথাভাঙায় মহকুমা খাদ্য ও সরবরাহ দফতরে অগ্নিকাণ্ড। আগুনে পুড়ে যায় কম্পিউটার, এসি এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র। রবিবার সকালে মাথাভাঙা শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত মহকুমা খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের দ্বিতল থেকে ধোঁয়া ও পোড়া গন্ধ বের হতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর দেওয়া হয় দমকল ও পুলিশে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মাথাভাঙা দমকল কেন্দ্রের একটি ইঞ্জিন এবং পুলিশ। দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। ঘটনাস্থলে ভিড় জমান বহু মানুষ। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, আগুনে দফতরের একটি কক্ষে থাকা দুটি কম্পিউটার, একটি এসি এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র পুড়ে নষ্ট হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছান স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এই অগ্নিকাণ্ডের পিছনে তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করার কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে কি না, তা নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে দেখা উচিত। স্থানীয় বাসিন্দাদের আরও অভিযোগ, দফতরে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই। বাউন্ডারি ওয়াল কিংবা নিরাপত্তারক্ষীর অভাবে রাতে সেখানে অসামাজিক কার্যকলাপ চলে বলেও অভিযোগ ওঠে। তবে অনেকের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। যদিও অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ ও দমকল বিভাগের তদন্তের পরই আগুন লাগার আসল কারণ জানা যাবে।

এবার পাহাড়েও বিজেপির উচ্ছেদ অভিযান • সমস্যায় ব্যবসায়ীরা

কার্শিয়াং বাজারে দোকান বন্ধের নোটিশ
১৫ দিনের মধ্যে জায়গা খালি করার নির্দেশ

সংবাদদাতা, দার্জিলিং : ভোট লুট করে জেতার পর থেকেই রাজ্যজুড়ে বুলডোজারের রাজনীতি করছে বিজেপি। গরিবের পেটে লাথি মারছে। রাতের অন্ধকারে বুলডোজার চালিয়ে নিঃস্ব করে দেওয়া হচ্ছে হকার, ছোট ব্যবসায়ীদের। কলকাতার পার্কসার্কাস থেকে একাধিক স্টেশন চত্বর, বাজারে চলছে এই বুলডোজারের রাজনীতি। এবার পাহাড়ের ছোট ব্যবসায়ীদের বিপদে ফেলতে পৌঁছে যাচ্ছে বিজেপির বুলডোজার। কার্শিয়াঙের বাজারে ১২৩টি দোকানকে ইতিমধ্যেই নোটিশ দেওয়া হয়েছে। ১৫ দিনের মধ্যে ওই দোকানগুলি খালি করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দোকান সময়মতো খালি না করলে দোনা ভেঙে ফেলা হবে বলেও কড়া ভাষায় জানানো হয়েছে। এই নোটিশ পাওয়ার পর থেকেই সমস্যায় পড়েছেন ছোট ব্যবসায়ীরা।

■ বন্ধ রোজগার, চিন্তায় ব্যবসায়ীরা।

এই কম সময়ের মধ্যে তাঁরা কী করবেন? কোথায় যাবেন? কীভাবে রুজি-রুটি হবে? এসব নিয়েই রাতের ঘুম উড়েছে তাঁদের। ব্যবসায়ী প্রশান্ত তামাং এই নোটিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, বিজেপি সরকার গরিবদের রোজগার কেড়ে নিতে এসেছে। প্রশাসনের দায়িত্ব মানুষের পাশে থাকা। তা না করে বিজেপি একের পর এক দোকান বন্ধ করছে, বুলডোজার চালাচ্ছে। মানুষের মাথার ওপর ছাদও কেড়ে নিচ্ছে। এককথায় রোজগারের ব্যবস্থা ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে জল্লাদ বিজেপি। প্রায় ৬০ বছর ধরে বংশো পরম্পরায় এই এলাকায় ব্যবসা করা এক ব্যসায়ী বলেন, এতবছর ধরে এখানে দোকান করছি, কোনও সমস্যা হয়নি। বিজেপি সরকার এসে আমাদের ভাতে মারার চেষ্টা করছে। এর বিরুদ্ধে আমরা বড় আন্দোলনে শামিল হব।

একরাতের বৃষ্টিতে ভেঙে গেল সেনাদের তৈরি বেইলি ব্রিজ

প্রতিবেদন : একরাতের ভারী বৃষ্টিতেই ভেঙে গেল সেনাদের তৈরি বেইলি ব্রিজ! উত্তর সিকিমের ফিদাং এলাকার ঘটনা। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের বহু নদীর জলস্তর হু হু করে বাড়ছে। যার উদ্বেগ বেড়েছে প্রশাসনের। রবিবারও উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। এরই মধ্যে মিরিকে ধস নামার খবর এসেছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে রবিবার অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। কোথাও কোথাও বৃষ্টির পরিমাণ ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। উত্তর দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টির জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদহ জেলাতেও বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। অবিরাম বর্ষণের জেরে উত্তরবঙ্গের একাধিক নদীর জলস্তর দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিস্তা, তোর্সা, ডায়না, মহানন্দা এবং জলঢাকা নদী ইতিমধ্যেই বিপদসীমার কাছাকাছি পৌঁছেছে বলে জানা গেছে। পাহাড়ি এলাকায় বিভিন্ন স্থানে ধস নামার খবর মিলেছে, যার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যাঘাত ঘটছে। শনিবার রাতভর উত্তরবঙ্গ ও সিকিমে প্রবল বৃষ্টির জেরে উত্তর সিকিমের ফিদাং এলাকায়

সেনাবাহিনীর নির্মিত একটি অস্থায়ী সেতু ভেসে গেছে। ফলে মঙ্গন থেকে জঙ্গু এলাকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। একই সঙ্গে মঙ্গন অঞ্চলে ভারী বৃষ্টির কারণে তিস্তার জলস্তরও ক্রমশ বাড়ছে। মিরিকগামী সড়কের গয়াবাড়ি এলাকায় ধস নেমেছে। শিলিগুড়ি-মিরিক সড়কেও যান চলাচলে সমস্যা দেখা দিয়েছে। এছাড়া প্রবল স্রোতে ৪৮ নম্বর মহাসড়কের একটি অস্থায়ী বিকল্প রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

বিপদসীমার ওপরে নদী জলঢাকায় রেড অ্যালার্ট

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : টানা অতি ভারী বৃষ্টিতে জলমগ্ন হওয়ার মুখে ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ এলাকা। পাহাড় ও সমতলে লাগাতার বর্ষণের জেরে তিস্তা, জলঢাকা, ডায়না, লিস ও ঘিস সহ একাধিক পাহাড়ি নদীর জলস্তর বিপদসীমা ছাড়িয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সেচ দফতর জলঢাকা নদীর অসংরক্ষিত এলাকায় 'লাল সতর্কতা' জারি করেছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, গত কয়েকদিন ধরে জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ অতি ভারী বৃষ্টিপাত চলছে। নদীর জলস্তর দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে। সেচ দফতরের তথ্য অনুযায়ী, জলঢাকা নদীর পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের অসংরক্ষিত এলাকায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি, তিস্তা নদীর অসংরক্ষিত এলাকাতেও 'হলুদ সতর্কতা জারি করেছে প্রশাসন। এছাড়া বানারহাটের হাতিনালার জলস্তরও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বন্যা পরিস্থিতির আশঙ্কায় জেলা প্রশাসন সর্বোচ্চ রয়েছে। নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতিও চলছে বলে খবর। মাইকিংয়ের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে নদীর কাছাকাছি না যেতে এবং সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আকাশ ঘন কালো মেঘে ঢাকা থাকায় এবং বৃষ্টির তীব্রতা কমার কোনও লক্ষণ না থাকায় উদ্বেগে রয়েছেন স্থানীয়রা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা কমাতে সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

■ ঝুঁকি নিয়ে চলছে পারাপার।

ভেঙে পড়ল রেন ট্রি, বরাতজোরে রক্ষা পেলেন দোকানদার

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : প্রবল বৃষ্টিতে আলিপুরদুয়ার দুই নম্বর ব্লকের চেপানির বাকলা এলাকায় সড়কের ওপর ভেঙে পড়ল বিশাল রেন ট্রি। বরাতজোরে প্রাণ বাঁচল এক মুদি দোকানদারের। চেপানি চৌপতি থেকে শামুকতলা যাবার পথে বাকলা এলাকায় জেলা পরিষদের পাকা সড়কের ওপর একটি বিশাল রেন ট্রি ভেঙে পড়ে রবিবার দুপুর বারোটা নাগাদ। পথের অপর পাশে থাকা একটি মুদি দোকানের একাংশ ভেঙে যায় গাছের চাপায়। তবে সে সময় প্রবল বৃষ্টি থাকায় রাস্তা একদমই শুনশান ছিল। না হলে

■ গাছটিকে কেটে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বিরাট দুর্ঘটনা ঘটতে পারত বলে জানা গেছে স্থানীয় সূত্রে। অন্যদিন এই সময় ওই দোকানের সামনে স্থানীয় মানুষের ভিড় থাকে। কিন্তু এদিন বৃষ্টির কারণে সেই ভিড় ছিল না, তাই রক্ষে বলে জানিয়েছে স্থানীয় এক যুবক। ঘটনার খবর পাওয়ার বহুক্ষণ পর সেখানে উপস্থিত হন সাউথ রায়ডাকের বনকর্মীরা। তারা গাছটিকে কেটে রাস্তা খুলে দেন। এই ঘটনার জেরে প্রায় তিন ঘন্টা ওই সড়কে যাতায়াত বন্ধ ছিল। স্থানীয়দের অভিযোগ, বন দফতরের কর্মীরা দেরিতে আসায় সমস্যা তৈরি হয়।

আমার বাংলা
29 June, 2026 • Monday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জগন্নাথের স্নানযাত্রা আজ, পর্যটকের ঢল দিঘায়, প্রস্তুতি তুঙ্গে

প্রতিবেদন : দিঘা জগন্নাথ মন্দিরে দ্বিতীয় বছরের রথযাত্রা উৎসব ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে। আগামী ১৬ জুলাই রথযাত্রা। তার আগে আজ, সোমবার জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা। আর এদিন থেকেই শুরু হয়ে যাবে রথযাত্রার কাউন্টডাউন। মন্দির কর্তৃপক্ষের কথায়, এবারেও পুণ্য স্নানযাত্রা যাবতীয় নিয়ম-আচার মেনেই হবে। গত বছরের মতো স্নানযাত্রার দিন প্রচুর ভক্ত ভিড় জমাবেন এই আশায় মূল মন্দিরের বাইরে বিশেষ মণ্ডপ তৈরি হয়েছে। সেখানেই বসবে স্নানের আসর। সকালে মহাসমারোহে শুরু হবে 'পাহাণ্ডি বিজয়' উৎসব। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা এই তিন বিগ্রহকে এই মণ্ডপে আনা হবে। ১০৮টি তীর্থক্ষেত্রের জল সহযোগে স্নান করবেন জগন্নাথ ও তাঁর ভাইবোনেরা। স্নানের শেষে বিগ্রহের গজবেশ সম্পন্ন হবে। তারপর নিবেদন করা হবে ছাপ্পান্ন ভোগ। ২৯ জুন থেকেই ১৩ জুলাই পর্যন্ত পক্ষকাল চলবে 'অনসর' পর্ব। অর্থাৎ স্নানের পর জ্বরে পড়বেন জগন্নাথ-সহ বলরাম ও সুভদ্রা। এর জন্য সাধারণের দর্শন বন্ধ থাকবে। তবে মন্দির যথারীতি খোলা থাকবে। এই সময়ে শ্রীরাধা, মদনমোহন, নিতাই ও চৈতন্য মহাপ্রভুর পাশাপাশি দর্শন মিলবে কমলা (লক্ষ্মী), বিমলা ও নৃসিংহদেবের। জগন্নাথদেবের নবযৌবন প্রথা হবে ১৪ জুলাই। ১৬ জুলাই রথযাত্রার আগের দিন থেকে পুনরায় জগন্নাথ দর্শন করতে পারবেন মানুষজন। এবারও রথযাত্রার দিন ভক্তদের ব্যাপক ভিড় হবে বলে আশা করছে মন্দির কর্তৃপক্ষ-সহ পুলিশ-প্রশাসন ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের। ইতিমধ্যে মন্দির চত্বরে থাকা পৃথক তিনটি রথে রঙ পড়েছে।

৭৬ হারানো মোবাইল ফেরাল বারাবনি থানা

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : বারাবনি থানার উদ্যোগে হারিয়ে যাওয়া ও চুরি হওয়া মোট ৭৬টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে সেগুলি প্রকৃত মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হল। রবিবার সকালে বারাবনি থানা প্রাঙ্গণে বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুলিশের ঊর্ধ্বতন আধিকারিক এবং থানার পুলিশকর্মীরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েক মাসে বারাবনি থানা এলাকার বিভিন্ন স্থান থেকে বহু মানুষের মোবাইল হারিয়ে যায় বা চুরির অভিযোগ দায়ের হয়। প্রতিটি অভিযোগের গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করে পুলিশ। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য এবং ধারাবাহিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে রাজ্যের একাধিক জায়গা থেকে মোবাইলগুলি উদ্ধার সম্ভব হয়। রবিবার উদ্ধার হওয়া ৭৬টি মোবাইলই প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বিনা খরচে মহিলাদের সরকারি বাসযাত্রার ঘোষণায় ক্ষোভ

বুকিং থাকলেও স্টপেজে দাঁড়াচ্ছে না বাস

প্রতিবেদন : মহিলাদের জন্য সরকারি বাসে বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের কথা নতুন সরকারের তরফে ঘোষণা হয়েছে ১ জুন থেকে। জেলায় জেলায় রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ডিপোতে ঘটা করে প্রকল্পের সূচনাও হয়েছিল। অভিযোগ, এখন স্টপেজে কোনও মহিলা দেখলে আর বাস দাঁড়াচ্ছে না। এই নিয়ে সরব হয়েছেন মহিলা যাত্রীরা। কেউ সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভ করছেন। কেউ আবার রাগে কন্ডাক্টরের ওপরেই চড়াও হচ্ছেন। দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাঁকুড়া ডিপোর এক আধিকারিক বলেন, আমরাও মহিলা যাত্রীদের থেকে অভিযোগ পেয়েছি। সেগুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে মহিলা যাত্রীদের কেউ কেউ ধৈর্য হারিয়ে বাসকর্মীদের উপর চড়াও হচ্ছেন। শুক্রবার এক যাত্রী বাঁকুড়া ডিপোয় এসে বাসের কন্ডাক্টরকে হেনস্থাও করেন। যদিও পরে তিনি ক্ষমা চেয়ে নেওয়ায় বিষয়টি মিটে যায়। জানা গিয়েছে, ওই মহিলা অনলাইনে করুণাময়ী-বাঁকুড়া রুটের একটি বাসের টিকিট বুক করেন। শুক্রবার তাঁর ডানকুনি থেকে বাসে ওঠার কথা ছিল। নির্দিষ্ট সময়ের

মধ্যেই সেই বাস স্টপে এসে হাজিরও হন। কিন্তু অভিযোগ, তিনি হাত দেখানো সত্ত্বেও বাসটি থামেনি। পরে ওই মহিলা বেসরকারি ভলভো বাসে চেপে দুর্গাপুরে এসে সেখান থেকে প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করে বাঁকুড়া ডিপোয় হাজির হন। কিছুক্ষণ পর বাসটি ডিপোয় পৌঁছলে তিনি কন্ডাক্টরকে হেনস্থা করেন বলে অভিযোগ। বিষয়টি থানা পর্যন্ত গড়ায়। শনিবার ওই মহিলা ডিপোয় গিয়ে কন্ডাক্টরের কাছে ক্ষমা

বাঁকুড়া

চেয়ে নিয়ে মুচলেকাও দেন। ফলে বিষয়টি মিটে যায়। কদিন আগেও বড়জোড়া বাসস্টপ থেকে এক যুবতী সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভ করে সরকারি বাস পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ জানিয়ে বলেন, দুর্গাপুর থেকে সকালে ছেড়ে আসা একটি বাস ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর পর্যন্ত যায়। জরুরি প্রয়োজনে ওই বাসে চেপে তাঁর যাওয়ার কথা ছিল। হাত দেখানোর পরেও চালক বড়জোড়া স্টপে বাস থামাননি। তার ফলে তিনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গন্তব্যে পৌঁছতে পারেননি। ফিতে মহিলারা বাসে যেতে না পারলে কেন সরকার এই কথা ঘোষণা করল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। এমন ঘটনা আরও বহু ক্ষেত্রেই ঘটেছে বলে জানা যাচ্ছে। এমনকি আগাম ফ্রি টিকিট ইস্যু করলেও মহিলাদের বসার জায়গা কনফার্ম নয় বলেও জানানো হয়েছে ডিপো থেকে এমন নজিরও আছে। ফলে নতুন বিজেপি সরকারের এই ঘোষণা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে যে, চালাতে না পারলে কেন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিল এই সরকার!

শান্তিনিকেতনের বাটিক ও একতারার জিআই তকমালাভে উচ্ছ্বসিত শিল্পমহল

প্রতিবেদন : বীরভূমের লোকশিল্প ও ঐতিহ্যের মুকুটে যুক্ত হল আরও দুটি নতুন পালক। 'জিআই' তকমা পেল শান্তিনিকেতনের দুনিয়াখ্যাত বাটিক শিল্প এবং বাউল সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ একতারা। ফলে জেলার নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী পণ্যের তালিকাটি আরও সমৃদ্ধ হল। শান্তিনিকেতনের বাটিক শিল্পের রয়েছে দীর্ঘ ও গৌরবময় ইতিহাস। মোম এবং রঙের নিখুঁত যুগলবন্দিতে কাপড়ের ওপর ফুটিয়ে তোলা অনন্য নকশা দেশবিদেশে আগে থেকেই

শান্তিনিকতনের প্রখ্যাত হস্তশিল্প বাটিক প্রিন্ট।

বীরভূম

সমাদৃত। এই শিল্পকে ভৌগোলিক স্বীকৃতি দিয়ে ভারত সরকারের পক্ষে জানানো হয়েছে, এই শিল্প আমাদের ঐতিহ্য ও হাতের কাজের এক অনন্য নিদর্শন। অন্যদিকে, শান্তিনিকেতনের বাউল গানের প্রাণ এক তারের বিস্ময় একতারা। মাটির কাছাকাছি থাকার বার্তা বহনকারী এই একতারাকেও ওই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই স্বীকৃতি স্থানীয় বাউলশিল্পী এবং একতারা তৈরির কারিগরদের বিশ্বে নতুন পরিচয় দেবে। প্রসঙ্গত, এই দুটি শিল্প যুক্ত হওয়ার আগেই বীরভূমের আরও পাঁচটি ঐতিহ্যবাহী পণ্য জিআই স্বীকৃতি পেয়েছে। এগুলি হল শান্তিনিকেতনী চামড়ার সামগ্রী, কোরিয়াল ও গরদের শাড়ি, নকশিকাঁথা এবং সুগন্ধি গোবিন্দভোগ চাল। সব মিলিয়ে বীরভূমের সাতটি পণ্যের ভাঁড়ারে আন্তর্জাতিক মানের ভৌগোলিক স্বীকৃতি জুটেছে। এবার এই জোড়া স্বীকৃতির খবরে খুশির হাওয়া গোটা জেলায়। স্থানীয় হস্তশিল্পী ও সংস্কৃতিমনস্ক মানুষদের মতে, এবার এই জেলার বাটিক ও একতারা আরও মর্যাদা পাবে। জেলা প্রশাসনের তরফে বলা হয়েছে, এই নতুন প্রাপ্তির ফলে জেলার পর্যটন এবং গ্রামীণ অর্থনীতি নতুন গতি পাবে।

মাসির মেয়েকে কুপিয়ে খুনে ধৃত দাদা ও বন্ধু, উদ্ধার গয়না-নগদ

সংবাদদাতা, বেলডাঙা : সিনেমার হাড় হিম করা দৃশ্যকেও হার মানাল বেলডাঙার হালালপুরের এক যুবক এবং তার সঙ্গী। অর্থের লোভে নিজের মাসির মেয়েকে কুপিয়ে নৃশংসভাবে খুন করল গৌরব নন্দী বলে অভিযোগ। তবে পরিকল্পনা মাফিক খুন করার পর ৫ ভরি সোনা এবং নগদ ৮০ হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েও শেষরক্ষা হল না। ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্ত গৌরব নন্দী এবং তার বন্ধু নীলাদ্রি দাসকে গ্রেফতার করে আদালতে তুলল বেলডাঙা থানার পুলিশ।

মৃত করবী নন্দী।

হালালপুর গ্রামে দাদু-দিদার কাছেই থাকতেন করবী নন্দী । মাধ্যমিকে অনুত্তীর্ণ হওয়ার পর করবীর বিয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন মা মাধবী দে নন্দী। পরিচালিকার কাজ করার সুবাদে বহরমপুরে থাকতেন তিনি। বৃদ্ধ-দাদু দিদার অবর্তমানে বাড়ি থেকে সোনা-সহ টাকা-পয়সা সরানোর সুযোগ রয়েছে বুঝেই সিনেমার ছক কষে গৌরব ও তার বন্ধু নীলাদ্রি। বাড়ি থেকে দূরে বহরমপুরে ব্যাংকের কাজে ভিন্ন ফোন থেকে শনিবার ডেকে পাঠানো হয় করবীর দাদু- দিদিমাকে। শনিবার সকালে বেলডাঙার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন করবীর দাদু ও দিদিমা। কিন্তু বিকেলে বাড়ি ফিরেই জানতে পারেন আদরের নাতনি নৃশংসভাবে খুন হয়েছে। খবর পেয়ে বেলডাঙা থানার পুলিশ এলাকায় পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে বহরমপুর মর্গে পাঠায়। গ্রেফতার করা হয় করবীর মাসতুতো দাদা গৌরব এবং তার বন্ধু নীলাদ্রিকে। তাদের কাছ থেকেই উদ্ধার হয়ে সোনার গয়না ও টাকা বলে জানায় পুলিশ। রবিবার অভিযুক্তদের বহরমপুর আদালতে তোলা হয়। করবীর মা মাধবী বলেন, পরিকল্পনা মাফিক খুন করা হয়েছে মেয়েকে। অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তি চান তিনি। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বেলডাঙা থানার পুলিশ।

৫০০ বছরের প্রথা মেনে মায়াপুর ইসকনে পালিত চিড়া দধি মহোৎসব

সংবাদদাতা, নদিয়া: মায়াপুর ইসকন মন্দিরে মহাসমারোহে পালিত হল পানিহাটি চিড়া দধি মহোৎসব। শামিল হন বাংলা তথা দেশবিদেশের ভক্তকুল। কিছুদিন পর জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উপলক্ষে সেজে উঠবে মায়াপুরের ইসকন মন্দির ও রাজাপুরের জগন্নাথ দেবের মন্দির। পানিহাটি চিড়া দধি মহোৎসব মূলত শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমের শৃঙ্খলে সমগ্র বিশ্ববাসীর সাথে প্রেম বন্ধনের উৎসব। ৫১০ বছর আগে শ্রীচৈতন্যের আশীর্বাদ পাওয়ার লক্ষ্যে রঘুনাথ দাস গোস্বামী পানিহাটিতে মহাপ্রভুর দ্বারে যান নিয়ম ভেঙে। নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে দেখা না করেই মহাপ্রভুর আশীর্বাদ নেওয়া সেই সময় ছিল

নিয়মবিরুদ্ধ। জমিদার বংশের সন্তান রঘুনাথ পরবর্তীতে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন। তাঁকে চিড়া-দই খাওয়ার শাস্তি দেন নিত্যানন্দ প্রভু। সেই শাস্তি মাথা নত করে পালন করেন রঘুনাথ। তৎকালীন প্রায় লক্ষাধিক ভক্তকে খাওয়ান চিড়ে ও দইয়ের সঙ্গে ফল। সেই থেকেই চলে আসছে পানিহাটির চিড়া দধি মহোৎসব। পানিহাটি রাঘব মন্দিরে এই প্রথা আজও মহাসমারোহে পালিত হয়। মায়াপুর ইসকনের দেশ-বিদেশসহ আমেরিকার শাখাতেও এই উৎসব হয় ভক্তের সঙ্গ প্রভুর মেলবন্ধনের উৎসব রূপে। শনিবার গোটা দিন মায়াপুরের ইসকন মন্দিরে আসা সকল ভক্ত ও দর্শনার্থীর মধ্যে এই মহোৎসবের প্রসাদ বিলি হয়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে ধাক্কা খেলেন ডিএমকে নেতা এম কে স্ট্যালিন। এবার তাঁর দলের সঙ্গে ৯ বছরের পুরনো জোট ভাঙল এমডিএমকে। তবে থালাপতি বিজয়ের নেতৃত্বাধীন শাসক জোটে যোগ দেওয়ার কথা এখনও ঘোষণা করেনি তারা

দিল্লি দরবার

চলতি বছরের মে মাস ছিল ইতিহাসের দ্বিতীয় উষ্ণতম, তীব্র দাবদাহে পুড়েছে বিশ্ব ও ভারত

নয়াদিল্লি: বৈশ্বিক উষ্ণায়নের চরম রূপ ২০২৬ সালে দেখল গোটা বিশ্ব। ন্যাশনাল ওশেনিক অ্যান্ড অ্যাটমোস্ফিয়ারিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের মে মাসটি রেকর্ড ইতিহাসের দ্বিতীয় উষ্ণতম মে মাস হিসেবে নথিবদ্ধ হয়েছে। শতকের পর শতক ধরে চলে আসা আবহাওয়ার তথ্য বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ১৮৫০ সালের পর থেকে এটিই ছিল দ্বিতীয় উষ্ণতম মে। এই মাসে বিশ্বের গড় ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ১৫.৭৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছায়, যা ২০২৪ সালের পর বিশ্বজুড়ে চলা তীব্র দাবদাহের ধারাবাহিকতাকে বজায় রেখেছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের কপারনিকাস ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভিসের মতে, ২০২৬ সালের মে মাসের তাপমাত্রা প্রাক-শিল্পায়নের যুগের গড় তাপমাত্রার চেয়ে ১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল, যা জলবায়ু পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদি ভয়াবহ প্রভাবকে স্পষ্ট করে তুলেছে। একইসঙ্গে বিশ্বের সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রাও ছিল রেকর্ড ইতিহাসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। এর পাশাপাশি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় প্রশান্ত মহাসাগরে 'এল নিনো' পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, যা আগামী দিনে বৈশ্বিক তাপমাত্রা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিশ্বের এই চরম আবহাওয়ার আঁচ সবচেয়ে মারাত্মকভাবে টের পেয়েছে ভারত। গত ৪ জুন বিলম্বিত বর্ষা আসার আগে পর্যন্ত দেশের কোটি কোটি মানুষকে নজিরবিহীন গরম ও তীব্র দাবদাহ সহ্য করতে হয়েছে। প্রচণ্ড উত্তপ্ত দুপুর এবং অস্বাভাবিক রকমের গরম রাতের কারণে মে মাসজুড়ে জনজীবন

ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে রাজস্থান ছিল এই চরম আবহাওয়ার মূল কেন্দ্রবিন্দু। গত ২৭ মে রাজস্থানের শ্রীগঙ্গানগরে তাপমাত্রা পৌঁছায় ৪৮.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, যা এই বছর দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রাগুলোর অন্যতম। এছাড়া চুরুতেও তাপমাত্রা ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস পার হয়ে যায় এবং পশ্চিম রাজস্থানের একাধিক এলাকায় তাপমাত্রা ক্রমাগত ৪৬ থেকে ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করছিল।

এই তীব্র দাবদাহ কেবল রাজস্থানেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তা ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারতে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং দিল্লির বিস্তীর্ণ অংশে মারাত্মক দাবদাহ পরিস্থিতি তৈরি হয়, যেখানে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গিয়েছিল। দুপুরের দিকে বয়ে যাওয়া শুষ্ক ও গরম বাতাস পরিস্থিতিকে আরও দুর্বিষহ করে তোলে। তবে শুধু দিনের বেলাই নয়, উত্তর ও মধ্য ভারতের এক বড় অংশে রাতের তাপমাত্রাও ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি। চিকিৎসকদের মতে, রাতের তাপমাত্রা বেশি থাকা মানবশরীরের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক, কারণ এটি দিনের বেলার প্রচণ্ড গরমের ক্লান্তি থেকে শরীরকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে বাধা দেয়। গত ৪ জুন কেরলে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করার পর আবহাওয়া বদলাতে শুরু করলে মানুষ এই অসহনীয় পরিস্থিতি থেকে কিছুটা রেহাই পায়।

বিজ্ঞানীরা সতর্ক করে বলেছেন, কোনও একটি নির্দিষ্ট মাস বা দাবদাহকে এককভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের ফল বলা না গেলেও, গত কয়েক দশকের পর্যবেক্ষণ প্রমাণ করে যে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণেই এই ধরনের চরম আবহাওয়ার ঘটনা দিন দিন বাড়ছে। ভারতের কিছু এলাকায় তাপমাত্রা প্রায় ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে এই তীব্র কষ্ট সহ্য করা তারই একটি বড় উদাহরণ। বিশেষজ্ঞরা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে, বিশ্ব যদি এভাবে উত্তপ্ত হতে থাকে, তবে আগামী দিনে এই ধরনের চরম দাবদাহ আরও ঘন ঘন, আরও দীর্ঘস্থায়ী এবং আরও তীব্র হবে; যা জনস্বাস্থ্য, কৃষি এবং সামগ্রিক পরিকাঠামোর জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে।

পৈশাচিকতার চরম! রাজস্থানে গণধর্ষণের ঘটনায় ফুঁসছে জনতা

জয়পুর: ডাবল ইঞ্জিন সরকারের নারী সুরক্ষার ঢাকঢোল পেটানো যে আদতে কতটা ফাঁকা আওয়াজ, তা আরও একবার প্রমাণ করল রাজস্থানের শ্রীগঙ্গানগরের এই ঘটনা। এক ১৩ বছরের নাবালিকাকে অপহরণ করে টানা পাঁচ দিন ধরে ৩০ জনেরও বেশি দুষ্কৃতী কর্তৃক গণধর্ষণের এক শিউরে ওঠার মতো ঘটনা সামনে এসেছে। এই খবর সামনে আসতেই সাধারণ মানুষ থেকে বিরোধী দল তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন সরকারের বিরুদ্ধে। ঘর থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় ওই কিশোরী। জানা গিয়েছে তাঁকে এক রিকশাচালক শ্রীগঙ্গানগরের একটা হোটেলে পাচার করে দেয়। তার পর থেকে টানা পাঁচদিন ধরে আলাদা আলাদা হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয় ওই কিশোরীকে। এবং ৩০ জনেরও বেশি লোক মিলে তার উপরে নির্যাতন চালায়। যন্ত্রণায় ছটফট করলেও তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়নি বরং মদ খাইয়ে আরও নির্যাতন চালানো হয়। শেষমেশ কোনওভাবে পালিয়ে আসে সে এবং

সঙ্গে সঙ্গে থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই সাধারণ মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েছে। এমনকী এই তথ্যও উঠে আসে কোনও পর্যটন কেন্দ্র না হওয়া সত্ত্বেও প্রশাসনের চোখের সামনে এলাকায় প্রায় দেড়শোটি বেআইনি হোটেল গজিয়ে উঠেছে এবং সেখানে রমরমিয়ে চলে এসব নোংরা কারবার।

অন্যদিকে এই ঘটনায় রাজ্যের বিজেপি সরকারের অপদার্থতাকে দায়ী করে রাস্তায় নেমে আন্দোলনে শামিল হয়েছেন প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস। অপরাধীদের দ্রুত ফাঁসি বা মৃত্যুদণ্ডের জোরালো দাবি তুলে করণপুরের কংগ্রেস বিধায়ক রূপিন্দর সিং কুন্নার স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, এই নরপিশাচদের সমাজে বেঁচে থাকার নূন্যতম অধিকার নেই। কয়েকজনকে গ্রেফতার করে মূল চক্রী রিকশাচালক-সহ বাকিদের পাকড়াও করতে চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

নতুন ব্যাধি নারী ও শিশুপাচার চক্র

(প্রথম পাতার পর)

কারণ, শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি হয়নি, বিজেপি সরকার সেই বিষয়টি ভেবেও দেখেনি। বিকল্প আয় মোটা অঙ্কের টাকা রোজগারের লোভে শ্রমিকরা কখনও জেনে কখনও বা অজান্তে এই কাজে ঢুকে পড়ছেন। বিষয়টি নিয়ে ক্রমেই উদ্বেগ বাড়ছে। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। চা-বাগান এলাকায় বেশ কয়েকটি নারী পাচারের খবর শিরোনামে আসতে জানা গিয়েছে, এই পাচারচক্রগুলি একেবারে পরিকল্পনামাফিক কাজ করছে। চক্রগুলি একাধিক দলে বিভক্ত। রয়েছে একাধিক স্তর। কীভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে এই চক্র? কাজ করছে কারা? জানা গিয়েছে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও পাচারে যুক্ত। স্থানীয় এলাকায় পাচারকারীদের দলে রেইকি করার জন্য আলাদা সদস্য রয়েছে। তারা মাথাপিছু কমিশন পায়। প্রান্তিক ও চা-বাগান এলাকার বাসিন্দা হলেও তাদের সঙ্গে পঞ্জাব, হরিয়ানা, সিকিম, কাশ্মীর, নয়াদিল্লির মতো জায়গার দালালদের যোগাযোগ রয়েছে। তারাই নাবালিকাদের ভিনরাজ্যের দালালদের হাতে তুলে দেয়। স্থানীয় এক পাচারকারীর শামুকতলা ও দিল্লি দুই জায়গাতে আস্তানা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা জানিয়েছে, সিকিম, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, গুজরাতের কারখানা ও বাড়ির কাজে নাবালিকাদের চাহিদা রয়েছে। কাজের টোপ দিয়ে অভিভাবকদের সম্মতিতে ভিনরাজ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। অনেকক্ষেত্রে অগ্রিম অর্থ দেওয়া হয় বা বিশ্বাস অর্জনের জন্য কয়েকমাসের বেতন অভিভাবকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরে আর তাদের খোঁজ মেলে না। শুধু তাই নয়, পাচার চক্রকে আরও সক্রিয় করতে বিভিন্নরকম ফাঁদ তৈরি হয়। চা-বাগান এলাকায় প্রেমের ফাঁদ পেতে নাবালিকা পাচারের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। সম্প্রতি এক নাবালিকা নিখোঁজের ঘটনায় দেখা যায়, এক মহিলা তার ছেলের সহযোগিতায় প্রেমের ফাঁদ তৈরি করে। ইতিমধ্যে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের দুটি পাচারচক্রের হদিশ মিলেছে। তাদের মধ্যে দমনপুরের তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। ওই দলে এক তরুণীও ছিল। শামুকতলা ও কালচিনি ব্লকে পাচারকারীদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের অভিযোগ। কয়েকবছর আগে বিষয়টি প্রকাশ্যে এলেও পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ।

ভয়ঙ্কর দুই বিল পেশ

(প্রথম পাতার পর)

নামে আসলে নাগরিক অধিকার হরণের চেষ্টা চালাচ্ছে বিজেপি সরকার। তৃণমূলের স্পষ্ট কথা, অপরাধমূলক কাজকর্ম দমনের জন্য রাজ্য সরকার বিল আনতে চাইছে ভাল কথা। কিন্তু এই রাজ্যে আগে থেকেই এর জন্য যথেষ্ট আইন আছে। যথেষ্ট ক্ষমতাও আছে পুলিশের হাতে। কিন্তু তার আড়ালে যে আইন আনা হচ্ছে এটা নিঃসন্দেহে ভয়ঙ্কর। বিজেপি বিরোধীদের উপর এই আইন বলবৎ করে অত্যাচার চালাতে সিদ্ধহস্ত হবে বর্তমান সরকার।

শিয়ালদহ-সুকান্ত সেতুতে নোটিশের দিনেই পার্ক সার্কাসে উচ্ছেদ

(প্রথম পাতার পর)

কলকাতা হাইকোর্ট প্রথমে ১৭ জুন পর্যন্ত এবং পরবর্তীতে চলতি জুন মাসের মধ্যে আর হকার উচ্ছেদ করা যাবে না বলে কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। আদালতের বারণ সত্ত্বেও শনিবার রাত সাড়ে ১০টা থেকে পার্কসার্কাস স্টেশন চত্বরে স্থানীয় প্রশাসনকে ঢাল করে নির্বিচারে অমানবিক উচ্ছেদ অভিযানে নামেও রেল কর্তৃপক্ষ। বিশৃঙ্খলা এড়াতে মোতায়েন করা হয় বিপুল সংখ্যায় পুলিশ, আরপিএফ ও র‍্যাফ বাহিনী। তা সত্ত্বেও শেষ মুহূর্তে নিজেদের জীবিকা বাঁচাতে স্টেশনে ভিড় জমান হকার ও ব্যবসায়ীরা। প্রথমে রেলের তরফে মাইকিং করে স্টেশন এলাকা, রেলের জমি ফাঁকা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তারপরেই নামে বুলডোজার। গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় একের পর এক দোকান, গুমটি। প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে চলে উচ্ছেদ অভিযান। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার এই স্টেশন একেবারে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। দোকানদারদের অভিযোগ, পুর্নবাসন না দিয়ে গায়ের জোরে তাঁদের রুটিরুজি কেড়ে নিচ্ছে রেল। প্রসঙ্গত, রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই নির্বিচারে চলছে বেলাগাম হকার উচ্ছেদ। ইতিমধ্যেই হাওড়া, শিয়ালদহ, দমদম-সহ একাধিক স্টেশনে এই অভিযান চলেছে। হাবরা, যাদবপুর স্টেশনেও দোকানপাট ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার পার্কসার্কাস স্টেশনেও চলল একই মডেলের উচ্ছেদ অভিযান।

হরমুজ প্রণালীর বেশ কিছু জায়গায় এখনও পড়ে রয়েছে মাইন। এই অবস্থায় হরমুজের কোন পথ দিয়ে জাহাজ চলাচল সবচেয়ে নিরাপদ তা জানিয়ে দিল ইরান। একইসঙ্গে জানাল, সংকীর্ণ ওই জলপথ দিয়ে যাতায়াত করতে হলে এখনও ইরানি বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় রেখেই চলতে হবে জাহাজগুলিকে

সমঝোতা ভঙ্গের অভিযোগ ও যুদ্ধের হুমকিতে ফের তপ্ত মধ্যপ্রাচ্য

তেহরান ও ওয়াশিংটন: মধ্যপ্রাচ্যে ফের চরম উত্তেজনা। রবিবার ইরান ও আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। একদিকে হরমুজ প্রণালী নিয়ে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছে তেহরান, অন্যদিকে ইরানের বিরুদ্ধে সমঝোতা ভঙ্গের অভিযোগ তুলে সামরিক পদক্ষেপ আরও বাড়ানোর হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই সংঘাতের আবহে রবিবার উপসাগরীয় অঞ্চলে নতুন করে হামলা, এবং বাহরিন ও কুয়েতে থাকা মার্কিন ঘাঁটিগুলিতে হামলা করেছে তেহরান। ফলে গোটা মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে উদ্বেগ আরও বেড়েছে। চূড়ান্ত সমঝোতায় স্বাক্ষরের আগে এই পরিস্থিতিতে উদ্বেগ বেড়েছে আন্তর্জাতিক মহলে।

ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি দাবি করেছেন, আগামী ৩০ দিন হরমুজ প্রণালী সম্পূর্ণভাবে ইরানের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এই সময়ে আমেরিকার যে কোনও সামরিক হামলা পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তুলবে বলেও সতর্ক করেছেন তিনি। এরই মধ্যে হরমুজ প্রণালীর কাছে একটি বাণিজ্যিক জাহাজে ড্রোন হামলার ঘটনার পর কেসম দ্বীপ, সিরিক ও বান্দার-এ-লেঙ্গেহ এলাকায় টানা দ্বিতীয় দিনের মতো হামলা চালিয়েছে মার্কিন বাহিনী। পাল্টা জবাবে বাহরিন ও কুয়েতে থাকা মার্কিন ঘাঁটিগুলিতে হামলার দাবি করেছে তেহরান। ভবিষ্যতে আরও হামলা হলে 'চূর্ণবিচূর্ণ জবাব' দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছে ইরান সরকার। অন্যদিকে, ইরানের হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কাতার, বাহরিন ও কুয়েত। তাদের দাবি, এই হামলা সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সার্বভৌমত্ব ও আন্তর্জাতিক আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন। একইসঙ্গে উত্তেজনা কমিয়ে কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সংকট মেটানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। এদিকে, ইজরায়েলের সঙ্গে হওয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তিকে 'অপমানজনক' বলে কটাক্ষ করেছে লেবাননের হিজবুল্লাহ। সংগঠনের সাংসদ হাসান ফাদলাল্লাহর দাবি, এই চুক্তি কার্যকর হলে লেবাননের অভ্যন্তরে নতুন করে সংঘাতের আশঙ্কা তৈরি হবে। সবমিলিয়ে যুদ্ধ বন্ধের আশা তৈরির মুখেই নতুন করে জটিলতা।

কবে বাংলাদেশে ফিরবেন জানালেন হাসিনা

নয়াদিল্লি: বাংলাদেশের পাঁচবারের প্রধানমন্ত্রী তথা দেশত্যাগী আওয়ামি লিগ নেত্রী শেখ হাসিনা জানালেন, নির্বাসিত জীবন থেকে তিনি বাংলাদেশে ফিরতে চলেছেন। রবিবার এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হাসিনার ইমেইল সাক্ষাৎকার থেকে তেমনই ইঙ্গিত মিলেছে। বাংলাদেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেরে হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামি লিগ সরকারের পতন হয়েছিল ২০২৪ সালে। প্রাণ বাঁচাতে নয়াদিল্লিতে এসে আশ্রয় নেন মুজিবকন্যা। তারপর থেকে দীর্ঘসময় ধরে দেশছাড়া আওয়ামি লিগ নেত্রী। তিনি যে জন্মভূমি ফিরতে চান তা বারবার বলেছেন। এবার স্পষ্ট করলেন সময়সীমাও।

হাসিনা জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত কোনও আশা-আকাঙ্ক্ষার জন্য দেশে ফিরতে চাইছি, এমন নয়। এখানে প্রশ্নটা বাংলাদেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার এবং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখার। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশে একাধিক মামলা চলছে। একটি মামলায় তাঁকে মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে তিনি এই বছরেই নিজের দেশে ফিরবেন বলে জানিয়ে দিলেন। আওয়ামি লিগ নেত্রী বলেন, আমি মৃত্যুকে ভয় পাই না। ১৯৭৫ সালে আমি আমার বাবা, মা, ভাই, পরিবারের প্রায় সকলকে হারিয়েছি। কিন্তু এত চক্রান্তের পরেও আমি বাংলাদেশের মানুষের পাশেই থেকেছি। এটা বিচার নয়। এটা অবৈধ, অসাংবিধানিক এবং রাজনৈতিক উদ্দেশপ্রণোদিত একটি ব্যবস্থার অংশমাত্র। আওয়ামি লিগকে নেতৃত্বহীন করতে বিচারব্যবস্থাকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অস্ত্র করা হয়েছে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশও করেছেন হাসিনা। বঙ্গবন্ধুর কথা মনে করিয়ে দিয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জানান, শেখ মুজিবুর রহমান একটা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতেন। এই বাংলাদেশ সেরকম নয়। বিএনপির সঙ্গে গোপন বোঝাপড়ার তত্ত্বও খারিজ করে দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী।

কাটেনি কর্মী সংকট, ৪৪% শূন্যপদ নিয়ে ধুঁকছে দেশের বিমান নিরাপত্তার ইউনিট

নয়াদিল্লি: আমেদাবাদে ২৬০ জন যাত্রীর প্রাণ কেড়ে নেওয়া এয়ার ইন্ডিয়ার ১৭১ বিমান দুর্ঘটনার এক বছর কেটে গেলেও দেশের বিমান নিরাপত্তা ব্যবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি। আকাশসীমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্বে থাকা ডিরেক্টরেট অব এয়ারওয়ার্থিনেস (ডিএডব্লিউ)-এর কর্মী সংকট কাটার পরিবর্তে দুর্ঘটনার পর পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হয়ে উঠেছে। তথ্য অধিকার আইনের (আরটিআই) আওতায় প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে, বিমান চলাচলের উপযোগিতা শংসাপত্র প্রদানকারী এই গুরুত্বপূর্ণ ইউনিটের মোট ৩১০টি পদের মধ্যে ৪৪ শতাংশ বা ১৩৬টি পদই বর্তমানে খালি পড়ে রয়েছে।

গত বছরের জুলাই মাসে, অর্থাৎ দুর্ঘটনার এক মাস পর, যেখানে শূন্যপদের সংখ্যা ছিল ১৩৩টি, এবছর তা আরও বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৬-এ দাঁড়িয়েছে। ডিএডব্লিউ হল সেই ফ্রন্টলাইন অডিটর ইউনিট যা বিমানগুলি ওড়ার জন্য নিরাপদ কি না তা যাচাই করে, বিমানকর্মী ও ফ্লাইটে আকস্মিক পরিদর্শন চালায় এবং বিমান রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের সুবিধাগুলির অডিট করে। কিন্তু আরটিআই-এর তথ্য অনুযায়ী, মোদি সরকার এই ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার পরবর্তী ১১ মাসেও ডিএডব্লিউ-তে কোনও নতুন কর্মী নিয়োগ করেনি এবং নতুন কোনও পদের সৃষ্টিও করেনি। বিমান দুর্ঘটনা তদন্ত ব্যুরো (এএআইবি) এখনও এই দুর্ঘটনার চূড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে পারেনি এবং এদিকে দেশের বিমান নিরাপত্তা ব্যবস্থা এক বছর আগের চেয়েও বেশি পঙ্গু হয়ে পড়েছে। এই ভয়াবহ কর্মী সংকট দুর্ঘটনার পর দেশবাসীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী কিঞ্জারাপু রামমোহন নাইডুর দেওয়া প্রতিশ্রুতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন যে সরকার দীর্ঘমেয়াদি বিমান নিরাপত্তা সংস্কারের জন্য কোনও খামতি রাখবে না। ডিএডব্লিউ-এর ২০২৩ সালে অবসরপ্রাপ্ত ডিরেক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ সতর্ক করে বলেছেন, এই ডিরেক্টরেট বিমানের রক্ষণাবেক্ষণ থেকে শুরু করে যন্ত্রাংশ প্রতিস্থাপন এবং বিমানটি ওড়ার উপযুক্ত কি না—সবকিছুর তদারকি করে। কিন্তু কর্মী সংকটের কারণে পরিদর্শন প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে এবং বিমান সংস্থাগুলিও এই সুযোগে দায়সারাভাবে কাজ সারছে, যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। ডিরেক্টরেট অব জেনারেল অব সিভিল অ্যাভিয়েশন (ডিজিসিএ)-এর ২০২৬-২৭ সালের বার্ষিক নজরদারি পরিকল্পনা অনুযায়ী, দেশের বিমানবন্দর, রানওয়ে এবং হ্যাঙ্গারগুলিতে মোট ৫,৪৩৫টি অডিট করার কথা রয়েছে। এর মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ১,৮০২টি প্রধান অডিট করার কথা কেবল ডিএডব্লিউ-এর। অথচ, এই কাজের মূল চালিকাশক্তি এয়ারওয়ার্থিনেস অফিসার (এডব্লিউও)-দের ১২১টি পদের মধ্যে ৬৯টি পদই (৫৭ শতাংশ) শূন্য। আরও আশঙ্কাজনক বিষয় হল, ১ মে ২০২৬-এর তথ্য অনুযায়ী, দেশজুড়ে থাকা মোট ১৮টি ডিরেক্টর স্তরের পদের সবক'টিই এখন খালি পড়ে রয়েছে। নজরদারির এই চরম অভাবের ফলে সাম্প্রতিক সময়ে একের পর এক নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনা সামনে এসেছে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে এয়ার ইন্ডিয়া ডিএডব্লিউ-এর ছাড়পত্র ছাড়াই একটি এয়ারবাস এ৩২০ বিমান অন্তত আটবার দিল্লি, বেঙ্গালুরু এবং মুম্বইয়ের রুটে উড়িয়েছে। গত বছর এয়ার ইন্ডিয়ার বার্ষিক অডিটে পাইলটদের অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এবং অনুমোদনহীন সিমুলেটর ব্যবহারের মতো ৫১টি গুরুতর নিরাপত্তা ত্রুটি ধরা পড়েছিল। তাছাড়া, চার্টার্ড বিমান সংস্থাগুলির নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনা ২০২৩ ও ২০২৪ সালের তুলনায় ২০২৫ সালে বেড়ে ৪৬টিতে পৌঁছেছে।

কেতন খুনের ঘটনার পুনর্নির্মাণ হেফাজতে সিয়ার বিরুদ্ধে নয়া অভিযোগ

পুণে: পরতে পরতে বিস্ময়। দেশজুড়ে সাড়া ফেলেছে কেতন হত্যারহস্য। পুণের লোহাগড় দুর্গে কেতন আগরওয়াল হত্যাকাণ্ডের তদন্তে রবিবার বড় পদক্ষেপ করল পুলিশ। ইতিমধ্যেই বাগদত্তা সিয়া গয়ালকে ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়ে গোটা ঘটনার পুনর্নির্মাণ করেছেন তদন্তকারীরা। তাঁদের দাবি, সিয়ার বয়ান এবং ফরেনসিক তথ্য মিলিয়ে ঘটনার প্রতিটি ধাপ খতিয়ে দেখাই ছিল এই ক্রাইম সিন রিকনস্ট্রাকশনের মূল উদ্দেশ্য। কেতনের মতো একই ওজনের একটি ডামি ব্যবহার করে ওই তরুণ কীভাবে খাদে পড়েছিলেন, সেটিও পুনর্নির্মাণ করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোরে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে সিয়াকে লোহাগড় দুর্গে নিয়ে যাওয়া হয়। তদন্তকারীদের সামনে অভিযুক্ত সিয়া ঘটনাস্থল, চলার পথ এবং ঘটনার সময় অভিযুক্তদের অবস্থান দেখিয়ে দেন। এদিকে তদন্ত চলাকালীন আরও একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। পুলিশি হেফাজতে থাকাকালীন সিয়া গয়াল নাকি বিয়ার খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তদন্তকারী সংস্থা সেই অনুরোধ নাকচ করে দেয়। এই ঘটনাকে ঘিরে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এসবের মধ্যেই চেতনের সঙ্গে সিয়ার ক্রিকেট ম্যাচ দেখার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, গ্যালারিতে চেতনের পাশে ঘনিষ্ঠভাবে বসে আছেন সিয়া। তদন্তকারীদের দাবি সিয়া তাঁর দাদার সঙ্গে খেলা দেখতে যেতেন, সঙ্গে চেতনও যেতেন। ইতিমধ্যেই ভাইরাল হওয়া বেশ কয়েকটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে সিয়া স্টেডিয়ামে খেলা দেখতে দেখতে এলিয়ে পড়ছেন। ফলে সিয়া মাদক আসক্ত কি না তা নিয়েও এখন উঠছে প্রশ্ন। উল্লেখ্য, গত ১৮ জুন লোহাগড় দুর্গে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে কেতন আগরওয়ালকে ধাক্কা দিয়ে খুন করেছেন বাগদত্তা সিয়া ও তাঁর প্রেমিক চেতন চৌধুরী। বর্তমানে দু'জনকেই পুলিশ হেফাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার বিশ্ববাংলা প্রদর্শনী কেন্দ্রে আয়োজিত রাইস এডুকেশনের ১৬তম সমাবর্তন উৎসবে সরকারি চাকরিতে সফল প্রার্থীদের সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে ছিলেন চার হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা

খোলা হাওয়া

সাঁওতালি ভাষায় শেক্সপিয়ারের নাটক

‘দ্য উইল অফ শেক্সপিয়ার’ হল একটি অনন্য নাট্য-উদ্যোগ। এতে ভুবনেশ্বরের কিট অর্থাৎ কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনোলজি এবং কিস অর্থাৎ কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস-এর কুড়িজন তরুণ শিল্পী অংশগ্রহণ করেছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাক্ষেত্র ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে গঠিত হয়েছে দলটি। মূল উদ্দেশ্য নাটক, গল্প বলা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ। এই দল ধ্রুপদী সাহিত্য এবং আদিবাসী পরিচয়ের এক মিলনস্থল হয়ে উঠেছে, যেখানে তরুণ শিল্পীরা তাঁদের নিজস্ব কণ্ঠস্বর ও ঐতিহ্যের মাধ্যমে কালজয়ী গল্পগুলোকে নতুন আঙ্গিকে তুলে ধরার সুযোগ পাচ্ছেন। সম্প্রতি দলটি শেক্সপিয়ারের তিনটি কালজয়ী নাটক—‘হ্যামলেট’, ‘ম্যাকবেথ’ এবং ‘রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট’—সাঁওতালি সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে নতুনভাবে উপস্থাপন করে কলকাতার টাউন হলে। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই এই নাটকগুলোর রূপান্তর, নির্দেশনা, এবং অভিনয় করেছেন। তাঁরা শেক্সপিয়ারের সর্বজনীন বিষয়বস্তুর সঙ্গে আদিবাসী সঙ্গীত, নৃত্য, নান্দনিকতা এবং গল্প বলার ঐতিহ্যের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছেন। এতে বোঝা যায়, ক্লাসিক সাহিত্য ভৌগোলিক ও ভাষাগত সীমানা ছাড়িয়ে আদিবাসী সংস্কৃতির মাঝেও নতুন প্রাণ খুঁজে পেতে পারে। ‘হ্যামলেট’ নাটকে নৈতিকতা, শোক এবং প্রতিশোধের ভার বা দায়বদ্ধতার প্রশ্নগুলো অন্বেষণ করা হয়েছে। ‘ম্যাকবেথ’ উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ক্ষমতা এবং লাগামহীন আকাঙ্ক্ষার পরিণতির বিষয়গুলো তুলে ধরে; অন্যদিকে ‘রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট’ প্রেম, সংঘাত ও পুনর্মিলনের এক কালজয়ী আখ্যান উপস্থাপন করে। ‘দ্য উইল অফ শেক্সপিয়ার’-এর এই যাত্রা ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই বছরের শুরুর দিকে, দলটি রোমানিয়ার ক্রাইওভাতে আয়োজিত ‘আন্তর্জাতিক শেক্সপিয়ার উৎসব’-এ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে এবং বিশ্বজুড়ে আগত দর্শকদের সামনে শেক্সপিয়ারের নাটকগুলোর নিজস্ব ও অনন্য ব্যাখ্যা তুলে ধরে। দেশে ফেরার পর, রাষ্ট্রপতি ভবনে ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এই তরুণ শিল্পীদের স্বাগত জানান। তাঁর উৎসাহ ও প্রশংসা বিশ্বমঞ্চে ভারতের আদিবাসী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারের গুরুত্বকে আরও সুদৃঢ় করে তোলে। উদ্যোক্তাদের পক্ষে অচ্যুতানন্দ সামন্ত বললেন, ‘দ্য উইল অফ শেক্সপিয়ার’ কেবল একটি নাট্য-প্রযোজনা নয়, বরং এটা একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলন। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল সাঁওতালি ভাষা ও আদিবাসী ঐতিহ্যকে উদযাপন ও প্রসারিত করা এবং একই সঙ্গে শেক্সপিয়ারের সাহিত্যকে এক নতুন ও অর্থবহ উপায়ে বৃহত্তর দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

রাহুল দেব বর্মনের জন্মদিনে

তাঁকে ছাড়া সিনেমার গান, বিশেষত হিন্দি ও বাংলা সিনেমার সঙ্গীত পরিচালনার ইতিহাস অসম্পূর্ণ। তাঁর নতুন নতুন ধরনের ইনস্ট্রুমেন্টের আবিষ্কার, রোজের ব্যবহারের জিনিস থেকে শব্দ তৈরির নেশা, বছরের পর বছর ধরে মানুষকে বুঁদ করেছে। প্রয়াত হয়েছেন তিন দশকের বেশি সময়। এখনও তাঁর সৃষ্টি নতুনের মতো টাটকা। তিনি রাহুল দেব বর্মন। সকলের প্রিয় পঞ্চমদা। আজও তাঁর অজস্র দুর্দান্ত সৃষ্টির মাধ্যমে বেঁচে রয়েছেন হাজার হাজার অনুরাগীর মনে। তাঁকে ছাড়া যে ভারতীয় সঙ্গীত দুনিয়া সত্যিই অসম্পূর্ণ। ২৭ জুন ছিল এই কিংবদন্তি সুরকারের জন্মদিন। সেই উপলক্ষে সেরাম গ্রুপ নিবেদন করে সঙ্গীত মুখর সন্ধ্যা ‘বারিষো কি পানি সে’। গানে ছিলেন হৈমন্তী রায়। রাহুল দেব বর্মনের সঙ্গীত জীবনের নানা গল্প শোনান বাচিক শিল্পী দেবাশিস বসু। অনুষ্ঠানে বৃষ্টি আর মিষ্টি প্রেমের গান মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। সেবক বৈদ্য স্ট্রিটের ‘লেজেন্ড এন্ড লিগেসি’ ক্যাফেতে পঞ্চম অনুরাগীদের গান শোনার জন্য ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। হৈমন্তী রায়ের কণ্ঠে ‘রিম ঝিম রিম ঝিম রুম ঝুম রুম ঝুম’, ‘ভিগি ভিগি রাতো মে’, ‘বধুয়া রিমিঝিমি এই শ্রাবণে’, ‘আজ গুন গুন গুন কুঞ্জে আমার’, ‘পোড়া বাঁশি শুনলে’, ‘ছোটিসি কাহানি সে বারিষো কি পানি সে’-এর মতো গান শ্রোতাদের মন ছুঁয়ে যায়।

দেবদুলাল স্মরণে

২৫ জুন ছিল আকাশবাণী কলকাতার প্রথিতযশা সংবাদ পাঠক ঘোষক তথা কিংবদন্তি বাচিকশিল্পী পদ্মশ্রী দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন। প্রতি বছর দিনটি স্মরণে রেখে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন তাঁরই ছাত্রছাত্রীরা। তাঁদের উদ্যোগেই গড়ে উঠেছে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি সংসদ। তাঁর জন্মদিনের প্রাক্কালে, ২৪ জুন, সংসদের নবম বার্ষিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সভাঘরে। প্রতি বছর সংসদের পক্ষ থেকে বাংলার জনপ্রিয় বাচিক শিল্পীদের প্রদান করা হয় দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি সম্মান। এইবছর সেই সম্মাননা প্রদান করা হয় বাচিক শিল্পী রত্না মিত্রকে। তাঁর হাতে সম্মাননা তুলে দেন সংসদের সভাপতি ভবেশ দাশ। এরপর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে তাঁর জীবন, কবিতা, গল্প ও চিঠিপত্রের অংশ প্রভৃতি অবলম্বনে পরিবেশিত হয় ‘আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি’। সংকলন, ভাষ্যরচনা ও উপস্থাপনায় ছিলেন তরুণ পাল। অংশগ্রহণ করেন অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়, সাগর চট্টোপাধ্যায়, দেবাশিস দে, দেবরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, লিপি চক্রবর্তী, রুমা রায় চৌধুরী, লোপামুদ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর ছিল একক আবৃত্তির অনুষ্ঠান। অংশ নেন মানবেন্দ্র পাখিরা, সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়, মেঘলা রায়, তনিমা দত্ত, ছন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, লিপিকা দাস ভৌমিক এবং ঝুমা গুহ। আবহ সঙ্গীত পরিচালনা করেন আশিস ঘোষ।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

■ ২৫ জুন, সল্টলেকের পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের ঐকতান প্রেক্ষাগৃহে শিল্পীমন সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন কমল দে সিকদার, পার্থসারথি গায়েন, কাজল সুর, সৌমিত বসু, অঞ্জল চট্টোপাধ্যায়, রুমা রায় প্রমুখ। সম্মাননা প্রদান করা হয় নন্দিনী লাহাকে। সংগীত পরিবেশন করেন ঋক রায়। দলগত অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন রক্তকরবীর শিল্পীরা। এছাড়াও পরিবেশিত হয় আবৃত্তি ও কবিতাপাঠ। সঞ্চালনায় ছিলেন রঞ্জনা কর্মকার। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কেতকীপ্রসাদ রায়।

সাহিত্য সভা

■ ২৭ জুন, কলকাতার যিশু পত্রিকার উদ্যোগে হাওড়ার পুরাশে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মঞ্চে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সভায় জন্মশতবর্ষে স্মরণ করা হয় কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যকে। কবির নামাঙ্কিত স্মারক সম্মাননা প্রদান করা হয় দিব্যেন্দু ঘোষকে। উপস্থিত ছিলেন দিলীপ বসু, অদীপ ঘোষ, অলোক বিশ্বাস, অমলেন্দু চক্রবর্তী, সুদীপ মণ্ডল, বিপ্লব ঘোষ, বুদ্ধদেব মণ্ডল, তাপস মাইতি, চন্দ্রাদিত্য চন্দ্র, দীনেশ সাউ প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাতকর্ণী ঘোষ।

একক শিল্পকলা প্রদর্শনী

ছোট থেকেই আঁকতে ভালবাসতেন অলি মিশ্র। জন্মবধির এই মেয়েটির গুণের কোনও শেষ ছিল না। বাবা-মায়ের অনুপ্রেরণায় তাঁর আঁকা শেখার শুরু। পাশাপাশি চলত পড়াশুনো। বধির হওয়ায় ভাষা প্রকাশেও ছিল বিস্তর সমস্যা। এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও থেমে থাকেননি অলি। বাবা দেবাশিস মিশ্র তখন পাটনায়। আর পাঁচটা সাধারণ ছেলেমেয়ের মতোই পাটনার মেনস্ট্রিম স্কুলের পড়াশুনো করেন অলি। পাশাপাশি আঁকাও চালিয়ে যান। এরপর পাটনা ইউনিভার্সিটির অন্তর্গত পাটনা আর্ট কলেজের থেকে ব্যাচেলর ডিগ্রি লাভ করেন এবং শান্তিনিকেতন থেকে মাস্টার অফ ফাইন আর্টস-এর ডিগ্রিও পান। স্বপ্ন ছিল নিজের আঁকার সঙ্গে মানুষকে পরিচয় করানোর। কিন্তু প্রদর্শনীতে অনেক খরচ। সেই ব্যয়ভার বহন করতে চাকরিও করেন অলি। আঁকার সঙ্গে দিন যাপন কখনও থেমে থাকেনি তাঁর। ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড শিল্পী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় পুরস্কার এবং রাজ্য সরকারি স্তরের পুরস্কারও। নিজের সীমিত সামর্থ্যেই করেন প্রদর্শনী। সম্প্রতি কলকাতার আইসিসিআর-এ আয়োজিত হল তাঁর একক শিল্পকলা প্রদর্শনী। মনের কল্পনা, আবেগ এবং জীবনকে মিলিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আঁকা ছবি স্থান পেয়েছে সেই প্রদর্শনীতে।

মাঠে ময়দানে

29 June, 2026 • Monday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ছবিতে বিশ্বকাপ

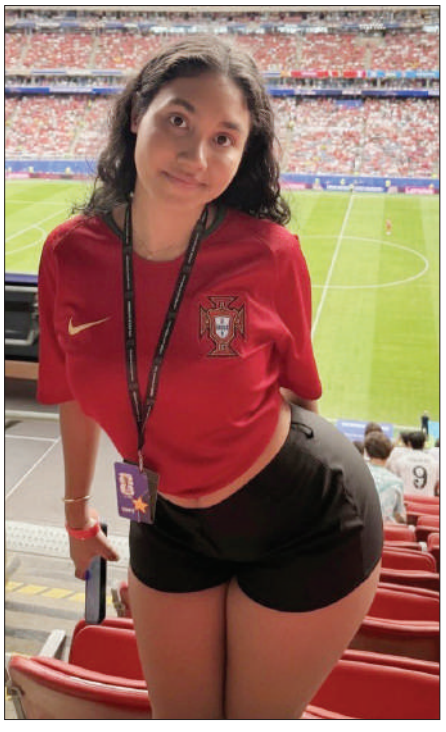

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

29 June, 2026 • Monday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

১৩
২৯ জুন ২০২৬
সোমবার

নিউজিল্যান্ড সিরিজের পরেই ক্রিকেট থেকে অবসর নেবেন বেন স্টোকস

সিরিজও গেল ভারতের

আয়ারল্যান্ড ১৫৪/৮ (২০ ওভার)
ভারত ১৫৩/৯ (২০ ওভার)

বেলফাস্ট, ২৮ জুন : স্কোরবোর্ড কেউ মনে রাখে না। তাই ভারত যে মাত্র ১ রানে হারল, সেটার কোনও গুরুত্ব নেই। বাস্তব হল গৌতম গম্ভীরের হাতে থাকা ভারতীয় দল আয়ারল্যান্ডের কাছে ২-০ হেরে গেল। এই প্রথম এরকম একটা কাণ্ড ঘটল যা টি-২০ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের লজ্জা প্রকাশের সুযোগও রাখল না!

১৫৫ তাড়া করতে গিয়ে প্রথম ম্যাচের ছবিটা ফিরে এনেছিল। শ্রেয়স যখন জয় মুদ্রার এক হাত বাইরের বল টেনে এনে বোল্ড হলেন, বোর্ডে ১৯/৩। শোচনীয় ফর্ম অব্যাহত। করে গেলেন ১০ রান। তার আগে সঞ্জু (০) প্রথম বলেই ফিরে গিয়েছিলেন। অভিষেকও ০। এরপর ঈশানও রান আউট ১২ রানে। এই যখন পরিস্থিতি তখন পাওয়ার প্লে-র ৬ ওভারে ভারত ৪১/৪ তুলে ধুঁকছে। এই ছবিটাই থাকল। ব্যতিক্রম হর্ষিতের সাহসী ২১, শিবমের লড়াকু ২০। প্রিন্স যাদবের এক ছক্কাও প্রশংসা পাচ্ছে। তবে এর আগেই ম্যাচের ফয়সালা হয়ে গিয়েছিল।

আয়ারল্যান্ড এটা ভাল করেই জানত যে ভারত সিরিজ ১-১ করেই

অভিষেকেই ৩ উইকেট প্রিন্সের।

ইংল্যান্ডে পা ফেলতে চাইবে। ফলে দুই ওপেনার চেষ্টা করেন চালিয়ে খেলতে। যাতে তাড়াতাড়ি রান হয়। তাতে লাভের কিছু হয়নি। উল্টে ২১ রানে দুই উইকেট চলে গেল। টিম টেক্টরকে ৫ রানে ফিরিয়ে দেন হর্ষিত। রস আদায়ারের (১৬) উইকেট তুলে নেন অর্শদীপ সিং। আয়ারল্যান্ডের আরেক ওপেনার হ্যারি টেক্টর এদিন শততম টি-২০ ম্যাচ খেললেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মাত্র দশজনের এই কীর্তি রয়েছে। তিনি মাইলফলকের দিনে ৪৭ বলে ৫৩ রান করেছেন।

আয়ারল্যান্ড প্রথম ১০ ওভারে ৫৮/৩ তুলেছিল। আগের ম্যাচেও তারা চাপ নিয়ে শুরু করে বোর্ডে ১৮২ তুলে ফেলেছিল। ফলে বোলারদের বাড়তি সতর্কতা নিয়ে বল করতে হল। প্রথম দুই উইকেট চলে যাওয়ার পর আয়ারল্যান্ডের তৃতীয় ব্যাটার লরকান টাকারকে (১৫) ফিরিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম উইকেট পেলেন প্রিন্স। ক্যাচ ধরেন ঈশান কিশান। শেষমেশ তারা ২০ ওভারে ১৫৪/৮ করেছে। প্রিন্স অভিষেক ম্যাচে ৪ ওভারে ২২ রান দিয়ে ৩টি উইকেট নিয়েছেন। দুটি করে উইকেট নেন অর্শদীপ ও শিবম দুবে।

প্রথম ম্যাচের মতো রবিবারও টসে জিতে ফিল্ডিং নেন শ্রেয়স আইয়ার। বৈভব সূর্যবংশীর জায়গা হয়নি। আসলে টপ অর্ডারে কাউকে বসানো যাচ্ছে না। অভিষেক, সঞ্জু, ঈশান কাউকে সরিয়ে বৈভবকে আনার উপায় নেই। ফলে সর্বকনিষ্ঠ ভারতীয় ক্রিকেটার হিসাবে তার অভিষেকের জন্য ইংল্যান্ডে পা দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

ভারত দুটো পরিবর্তন করেছে। প্রিন্স যাদব ও সূর্যংশ শেডগে। দু'জনের হাতে ইন্ডিয়া ক্যাপ তুলে দেন সঞ্জু ও শিবম। বসতে হল প্রসিধ ও ওয়াশিংটনকে। প্রথম ম্যাচে হারের দায় অনেকটাই এসে পড়েছিল এই দুই ক্রিকেটারের উপর। কিন্তু তাতেও কি হল! শ্রেয়সরা লজ্জার সিরিজ রেখে এলেন আইরিশদের হাতে।

বিশ্বকাপ শেষ স্মৃতিদের

ভারত ১৭০/৪ (২০ ওভার)
অস্ট্রেলিয়া ১৭২/৪ (১৯ ওভার)

লন্ডন, ২৮ জুন : সেই অস্ট্রেলিয়াতেই আটকে গেল ভারত। বারবার যেমন হয়। ফলে মেয়েদের টি-২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে যাওয়া হল না হরমনপ্রীত কৌরদের। রবিবার লর্ডসে তাঁরা অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৬ উইকেটে পরাস্ত হয়েছেন। শেষ চারে যেতে হলে অস্ট্রেলিয়াকে হারাতেই হত। কিন্তু বোর্ডে ১৭০ রান তুলেও জয় অধরাই থেকে গেল। অস্ট্রেলিয়া ১ ওভার বাকি রেখে ১৭২/৪ তুলে অনায়াসে জয় তুলে নিয়েছে। এই হারের ফলে টি-২০ বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিল পঞ্চাশ ওভারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারত।

৯ ওভারে বিনা উইকেটে ৬৬ রান তুলে ফেলার পর মনে হচ্ছিল ভারত দুশো পার করবে। কিন্তু এই রানের জন্য যে মোমেন্টাম লাগে সেটা সঙ্গে ছিল না। যেমন স্মৃতি মান্ধানা ৩৭ বলে ৩৮ রান করেছেন। শেফালি ভার্মা ২৬ বলে ৩৪। অস্ট্রেলিয়া একনম্বর দল। তাদের হারিয়ে টি-২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে যেতে হলে আরও দ্রুত রান তোলার

কাজে এল না হরমনপ্রীতের হাফ সেঞ্চুরি।

দরকার ছিল। সেটা হয়নি। এমনকী তিনে নেমে জেমাইমা রডরিগেজ ৩৪ রান করতে ২৮ বল সময় নিয়েছেন। ভারতের দুশো রানের সম্ভাবনা বোধহয় তখনই নষ্ট হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচেও মাঝখানে স্লো ব্যাটিং জয়ের সম্ভাবনা নষ্ট করেছিল। ভারতের ইনিংসে একমাত্র অধিনায়ক হরমনপ্রীতকে মনে হয়েছিল তিনি দ্রুত রান তোলার কথা ভেবেছেন। তিনি ২৭ বলে ৫৬ রান করেন। ৬টি চার ও ৩টি ছক্কা। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এটাই যে ভারতীয় টপ অর্ডার এত বেশি বল খেলে ফেলে যে রিচা আর দীপ্তির মতো দুই মারকুটে ব্যাটারের জন্য খেলার বলই ছিল না। দু'জনেই একটি করে বল খেলে যথাক্রমে ১ ও ৪ রানে অপরাজিত থেকে যান। টিম ম্যানেজমেন্টের পরিকল্পনার অভাব ছাড়া এটা আর কিছু নয়।

হরমনপ্রীত টসে জিতে আগে ব্যাটিং নিয়েছিলেন। কোনও রাখঢাক না করে তিনি সোজা বললেন, এটা আমাদের জন্য খুব বড় ম্যাচ। তাই মাথার উপর রানের চাপ না রেখে আগে ব্যাট করে নেওয়াই ভাল। অদ্ভুত ব্যাপার হল সোফি মলিনিউক্স আবার বলে গেলেন, এতে আমাদের কোনও ক্ষতি হয়নি। টসে জিতলে আমরা আগে বল করতাম। ভারত এই ম্যাচে একটি পরিবর্তন করে নেমেছিল। ক্রান্তি গৌড়কে আনা হয় লর্ডসের উইকেট সাহায্য করবে বলে। ভারতের জন্য রবিবারের ম্যাচ ছিল কার্যত সেমিফাইনাল। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হারই এর একমাত্র কারণ। এই দল অবশ্য অস্ট্রেলিয়ায় অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে এসেছে। তবে হরমনপ্রীত তাকে বেশি গুরুত্ব দিতে চাননি। তাঁর বক্তব্য ছিল, পিছনে যা হয়েছে সেটা আমরা ফেলে এসেছি।

অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসে এলিস পেরি ৫৬ রান করেছেন। অ্যাশলে গার্ডনার নট আউট থেকে যান ৫৩ রানে।

মরক্কো ম্যাচের মহড়ায় মগ্ন ডাচ অধিনায়ক ভ্যান ডায়েক।

ডাচদের সামনে মরক্কো

গুয়াদালুপে, ২৮ জুন : মঙ্গলবার ভারতীয় সময় ভোর সাড়ে ছ'টায় বিশ্বকাপের রাউন্ড ৩২-এর ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের মুখোমুখি মরক্কো। কাগজে-কলমে এগিয়ে থাকলেও, কাতার বিশ্বকাপের সেমিফাইনালিস্ট মরক্কোকে রীতিমতো সমীহ করছেন রোনাল্ড কোমান। ডাচ কোচ বলছেন, আমি নিশ্চিত নই যে, এই ম্যাচে আমরাই ফেভারিট। মরক্কো শক্তিশালী দল। ওদের দলে অনেক কোয়ালিটি ফুটবলার রয়েছে। যারা যে কোনও মুহূর্তে ম্যাচের রং পালটে দিতে পারে। তাই ম্যাচটা জেতার জন্য আমাদের দুশো শতাংশ দিতে হবে। কোমানের সংযোজন, আমাদের প্রস্তুতি ভাল হয়েছে। ম্যাচটা খুব কঠিন হতে চলেছে। অভিজ্ঞ ডাচ মিডফিল্ডার ফ্র্যাঙ্কি ডি'ইয়ং বলছেন, মরক্কো গত বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে উঠেছিল। এবারও খুব ভাল খেলছে। আমি ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ওদের ম্যাচটা খুব আকর্ষণীয় একটা ম্যাচ হতে চলেছে। প্রতিপক্ষ শিবির নিয়ে সমীহের সুর মরক্কোর অধিনায়ক আশরফ হাকিমির মুখেও। তিনি বলছেন, নেদারল্যান্ডস দুর্দান্ত দল। ওরা কোনও বিশেষ ফুটবলারের উপর নির্ভরশীল নয়। দলীয় ফুটবলে বিশ্বাসী। তাই খুব কঠিন একটা ম্যাচ খেলতে চলেছি। ওদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়েই মাঠে নামব। নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দেব। এদিকে, গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে আগে দুঃসংবাদ পেয়েছে ডাচ তারকা কোডি গাকপো। তাঁর বান্ধবী নোয়া ভ্যান ডার বিজ সন্তানসম্ভবা ছিলেন। বিশ্বকাপের মধ্যেই তাঁর গর্ভপাত হয়েছে। সন্তানের মৃত্যুর খবরে ভেঙে পড়েন গাকপো। সতীর্থেরা তাঁকে কয়েক দিনের জন্য বান্ধবীর কাছ থেকে ঘুরে আসার পরামর্শ দেন। কিন্তু নকআউট পর্বের আগে শিবির ছাড়তে রাজি হননি ২৭ বছরের ফুটবলার।

মুসিয়ালাদের খেলায় আগুন চাইছে জার্মানি

বোস্টন, ২৮ জুন : দাপটে বিশ্বকাপ শুরু করে সবার আগে নক আউট নিশ্চিত করার পর গ্রুপের শেষ ম্যাচে ইকুয়েডরের কাছে অপ্রত্যাশিত হার জার্মান আত্মবিশ্বাসে জোর ধাক্কা দিয়েছে। লাতিন দলটির কাছে হারের পর জার্মানি দলে কোচ, ফুটবলারদের মধ্যে মতানৈক্য নিয়ে চর্চা কম হয়নি। তবে 'গৃহযুদ্ধ' ভুলে নক আউট পর্বে নতুন লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত জুলিয়ান নাগেলসমানের দল। সোমবার ভারতীয় সময় মধ্যরাতে নক আউট পর্বের রাউন্ড অফ থার্টি টু-তে জশুয়া কিমিচদের প্রতিপক্ষ আর এক লাতিন দল প্যারাগুয়ে।

জার্মান ফুটবলারদের প্রস্তুতি।

প্যারাগুয়ের রক্ষণ এবং শারীরিক ফুটবল জার্মানির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে। ইকুয়েডরের কাছে হারের ধাক্কা সামলে মাতিয়াস গালার্জা, দিয়েগো গোমেজদের বিরুদ্ধে জয়ের সরণিতে ফেরার পরীক্ষা ম্যানুয়াল ন্যয়ারদের। প্রথম ম্যাচে দুর্বল কুরাসাওকে সাত গোল দেওয়ার পর গ্রুপের বাকি দুই ম্যাচে জামাল মুসিয়ালাদের পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে নক আউটের লড়াইয়ের আগে জার্মানি দলের টিম ডিরেক্টর তথা প্রাক্তন ফুটবলার রুডি ভোয়েলার তারকাদের সতর্ক করে দিয়েছেন। ফুটবলারদের মধ্যে আগুন চাইছেন তিনি। বিশেষ করে গত তিন-চার বছরে যাঁরা বিশ্ব ফুটবলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেই তিন জার্মান তারকা মুসিয়ালা, কাই হাভার্ৎজ এবং ফ্লোরিয়ান উইর্ৎজের কাছ থেকে সেরা পারফরম্যান্স চাইছেন ভোয়েলার।

জাতীয় দলের টিম ডিরেক্টর বলেছেন, গত কয়েক বছরে বিশ্বমানের খেলোয়াড় হয়ে ওঠা এই ফুটবলারদের সেরাটা দেওয়ার এটাই সময়। ভোয়েলারের কাছে সাংবাদিক সম্মেলনে জানতে চাওয়া হয়, জার্মান ত্রয়ী কবে সেরা ছন্দে ফিরবে? প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, মুহূর্তটি খুব কাছেই মনে হচ্ছে। ওদের মধ্যে অনুভূতিটা রয়েছে। শুধু আগুন চাই। স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠার জন্য খুব বেশি কিছুর প্রয়োজন হয়তো নেই। ইকুয়েডরই প্রেরণা প্যারাগুয়ের। কোচ গুস্তাভো আলফারো বলছেন, শেষ দুই ম্যাচে আমরা জমাট পারফরম্যান্স করেছি। জার্মানির বিরুদ্ধেও আমাদের নিখুঁত থাকার চেষ্টা করতে হবে।

ভূমিকম্পে স্ত্রী ও দুই সন্তানকে হারালেন ত্রেজো

সপরিবারে লুকাস ত্রেজো।

কারাকাস, ২৮ জুন : ভয়াবহ ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত ভেনেজুয়েলা। এখনও পর্যন্ত হাজারের কাছাকাছি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। আর এই তালিকায় রয়েছেন আর্জেন্টিনার ডিফেন্ডার লুকাস ত্রেজোর স্ত্রী ও দুই সন্তানও! ভেনেজুয়েলার দ্বিতীয় ডিভিশনের ক্লাব ডেপোর্টিভো লা গুয়াইরায় খেলেন ৩৮ বছরের ত্রেজো। ক্লাব কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে ত্রেজোর স্ত্রী ইয়ানিনা মারানেলা, তাঁদের দুই সন্তান অ্যারন এবং আইনহোয়ার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন। তাঁরা যে বাড়িতে বসবাস করতেন, সেটি ভূমিকম্পে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ভূমিকম্পের পর থেকেই নিখোঁজ ছিল ত্রেজোর স্ত্রী, সন্তানরা। দলের সঙ্গে কারাকাসে প্রস্তুতি শিবিরে ছিলেন ত্রেজো। বাড়িতে না থাকায় বেঁচে গিয়েছেন তিনি। এই মর্মান্তিক ঘটনায় ভেঙে পড়েছেন ত্রেজো।

আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে খেলা গর্বের, তবে আমরা ভয় পাচ্ছি না। কেপ ভার্দে কোচ বুবিস্তাও

কঙ্গোর ইতিহাস

ডি আর কঙ্গো ৩ উজবেকিস্তান ১
আলজিরিয়া ৩ অস্ট্রিয়া ৩

আটলান্টা, ২৮ জুন : কেপ ভার্দের পর ডি আর কঙ্গো। ৫২ বছর পর বিশ্বকাপে এসে প্রথমবার নক আউট পর্বে উঠে ইতিহাস আফ্রিকার দেশের। রবিবার উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়েও ৩-১ ব্যবধানে জয়ের নেপথ্যে নায়ক ইওয়ান উইসা। দুই অর্ধে দু'টি জোড়া গোল করেন কঙ্গোর ফরোয়ার্ড। রাউন্ড অফ ৩২-এ কঙ্গোর সামনে হ্যারি কেনদের ইংল্যান্ড। চলতি বিশ্বকাপে আফ্রিকার দেশগুলি নজির গড়ল। এবারই রেকর্ড সংখ্যক ন'টি আফ্রিকার দেশ পৌঁছে গিয়েছে নক আউট পর্বে। অন্যদিকে, আলজিরিয়া বনাম অস্ট্রিয়ার ম্যাচ ৩-৩ ড্র হয়েছে। এই ম্যাচের দিকে তাকিয়ে ছিল ইরান। ম্যাচে দু'দলের যে কেউ জিতলেই ৩২তম দল হিসেবে নক আউটে পৌঁছে যেত ইরান।

নক আউটের দ্বৈরথ

দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম কানাডা
(২৮ জুন, রাত ১২.৩০)
ব্রাজিল বনাম জাপান
(২৯ জুন, রাত ১০.৩০)
জার্মানি বনাম প্যারাগুয়ে
(২৯ জুন, রাত ২.০০)
নেদারল্যান্ডস বনাম মরক্কো
(৩০ জুন, সকাল ৬.৩০)
আইভরি কোস্ট বনাম নরওয়ে
(৩০ জুন, রাত ১০.৩০)
ফ্রান্স বনাম সুইডেন
(৩০ জুন, রাত ২.৩০)
মেক্সিকো বনাম ইকুয়েডর
(১ জুলাই, সকাল ৬.৩০)
ইংল্যান্ড বনাম ডিআর কঙ্গো
(১ জুলাই, রাত ৯.৩০)
বেলজিয়াম বনাম সেনেগাল
(১ জুলাই, রাত ১.৩০)
আমেরিকা বনাম বসনিয়া
(২ জুলাই, ভোর ৫.৩০)
স্পেন বনাম অস্ট্রিয়া
(২ জুলাই, রাত ১২.৩০)
পর্তুগাল বনাম ক্রোয়েশিয়া
(৩ জুলাই, ভোর ৪.৩০)
সুইজারল্যান্ড বনাম আলজিরিয়া
(৩ জুলাই, সকাল ৮.৩০)
অস্ট্রেলিয়া বনাম মিশর
(৩ জুলাই, রাত ১১.৩০)
আর্জেন্টিনা বনাম কেপ ভার্দে
(৪ জুলাই, ভোর ৩.৩০)
কলম্বিয়া বনাম ঘানা
(৪ জুলাই, সকাল ৭.০০)

গোলশূন্য ম্যাচে নজরবন্দি রোনাল্ডো

পর্তুগাল ০ কলম্বিয়া ০

মায়ামি, ২৮ জুন : শেষপর্যন্ত ০-০। কিন্তু পর্তুগিজদের দম আটকে আসার উপক্রম হয় ৯০ মিনিটে। যখন ডাভিনসন স্যানচেজের হেড সোজা পর্তুগালের জালে জড়িয়ে যায়। মায়ামি স্টেডিয়ামের বিশাল অংশ তাতে হতাশায় ভেঙে পড়েছিল। এদের সবার গায়ে পর্তুগালের জার্সি। অতঃপর কিছুটা স্বস্তি সহকারি রেফারি ফ্ল্যাগ তোলায়। স্যানচেজ এক সুতোর জন্য অফসাইড। শেষমেশ এক পয়েন্ট ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোদের।

প্রবল টেনশনের এই ম্যাচ ড্র হওয়ার ফলে ৬ পয়েন্ট নিয়ে এই গ্রুপ থেকে এক নম্বর হয়ে নক আউটে গেল দক্ষিণ আমেরিকার অন্যতম সুপার পাওয়ার। কলম্বিয়ার অবশ্য একটা ড্র-ই দরকার ছিল শীর্ষে থাকতে। পর্তুগাল ৪ পয়েন্ট নিয়ে নেমেছিল এই ম্যাচে। গ্রুপ টপ করতে তাদের দরকার ছিল জয়ের। যেটা হয়নি। ৫ পয়েন্ট নিয়ে রাউন্ড অফ থার্টি টু-তে তারা খেলবে লুকা মদ্রিচের ক্রোয়েশিয়ার সঙ্গে। এগোলে হয়তো মরক্কো, স্পেন।

রবের্তো মার্টিনেজের এই দলের সবথেকে বড় মাইনাস পয়েন্ট ধারাবাহিকতার অভাব। এই ফাটাফাটি খেলল, তো পরের ম্যাচে হারিয়ে গেল। এদিন দুই ঘরানার ফুটবল ছিল মাঠে। লাতিন আমেরিকার চিরকালীন স্কিল নির্ভর ফুটবল বনাম পর্তুগালের ইউরোপীয় টাচ। তবু ডাচ বা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলির তুলনায় পর্তুগাল কিছুটা স্কিল আর পাসিং ফুটবল খেলে। কিন্তু রবিবার (ভারতীয় সময়) রোনাল্ডোরা বারবার কলম্বিয়া ডিফেন্সের কাছে আটকে গিয়েছেন।

কলম্বিয়া অবশ্য বেশ তেড়েফুঁড়ে শুরু করেছিল। শুরুতেই জন কার্ডোভার হেড বারের উপর দিয়ে চলে যায়। তারপর পর্তুগাল গোলকিপার দিয়েগো কোস্তা এক হাতে আর একটি সুযোগ প্রতিহত করেন। যার দিকে গোটা মাঠের নজর ছিল সেই রোনাল্ডোকে প্রথম ভাল করে দেখা গেল প্রথমার্ধের শেষদিকে। আর তখনই ব্রুনো ফার্নান্দেজের পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে নেওয়া শট অসাধারণ দক্ষতায় বাঁচিয়ে দেন কলম্বিয়া গোলকিপার কামিলো ভার্গাস।

টুকরো টুকরো ঘটনা ছাড়া গোটা ম্যাচে পর্তুগালের দখলেই বল ছিল বেশি। যথারীতি পুরো দলকে টেনে নিয়ে গেলেন প্রিমিয়ার লিগের সেরা ফুটবলার ব্রুনো। তবে তাঁর আর রুবেন নেভেসের মিলিত অর্কেস্ট্রা কলম্বিয়ার অর্ধে চাপ চাপ সৃষ্টি করলেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। আর সেটা হতে পারেনি কলম্বিয়ার ডিফেন্সের জন্য। রোনাল্ডোকে তারা ঘিরে রেখেছিল। কিন্তু এরমধ্যেও তিনি মাঝে মাঝে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিলেন জোয়াও ফেলিক্স আর পেড্রো নেটোর পাস থেকে বল পেয়ে। কিন্তু গোল কিছুতেই পাননি।

মায়ামিতে কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপে গ্রুপ লিগের ম্যাচে ব্যাকভলিতে গোল করার ব্যর্থ চেষ্টা রোনাল্ডোর।

বেলিংহ্যাম-কেন জুটিতে জয়

ইংল্যান্ড ২ পানামা ০
ক্রোয়েশিয়া ২ ঘানা ১

নিউ জার্সি ও ফিলাডেলফিয়া, ২৮ জুন : পানামাকে হারিয়ে বিশ্বকাপের নক আউটে ইংল্যান্ড (৭ পয়েন্ট)। আগের ম্যাচে ঘানার কাছে আটকে গিয়েছিলেন হ্যারি কেনরা। এদিন দুর্বল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জিতলেও, মন ভরাতে পারল না টমাস টুহেলের টিম। এদিকে, এই গ্রুপের অন্য একটি ম্যাচে ঘানাকে ২-১ গোলে হারিয়ে ইংল্যান্ডের সঙ্গে পরের রাউন্ডে উঠল ক্রোয়েশিয়া (৬ পয়েন্ট)। ঘানাও ৪ পয়েন্ট পাওয়ার সুবাদে তৃতীয় স্থানে শেষ করা সেরা আটটি দলের অন্যতম হয়ে নক আউটে উঠেছে।

পানামার বিরুদ্ধে দাপট দেখালেও, প্রথমার্ধে কোনও গোল করতে পারেনি ইংল্যান্ড। অবশেষে ৬২ মিনিটে জুড বেলিংহ্যামের গোলে স্বস্তি ফেরে। কর্নার থেকে মার্কারকে ঘাড়ের উপর নিয়ে পায়ের টোকায় গোল করলেন তিনি। পাঁচ মিনিট পরেই বেলিংহ্যামের ক্রসে মাথা ছুইঁয়ে হ্যারি কেনে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। পানামা কিন্তু লড়াই ছাড়েনি। এক বার জালে বল জড়িয়েও দিয়েছিল। কিন্তু অফসাইডে তা বাতিল হল।

এদিকে, ক্রোয়েশিয়া বনাম ঘানা ম্যাচকে কেন্দ্র করেও আগ্রহ তুঙ্গে ছিল ফুটবলপ্রেমীদের। ৩১ মিনিটে প্রায় ৩০ গজ দূর থেকে জোরালো শটে গোল করে ক্রোয়েশিয়াকে এগিয়ে দেন পিটার সুচিচ। যদিও ৭৩ মিনিটে ডেরেক লুকাসেনের গোলে ১-১ করে ফেলেছিল ঘানা। কিন্তু ৮৩ মিনিটে নিকোলা ভ্লাসিচ গোল করে ক্রোয়েশিয়ার জয় নিশ্চিত করেন।

নক আউটে ক্রোয়েশিয়া-ঘানাও

গোলের উচ্ছ্বাস কেন ও বেলিংহ্যামের।

ফরাসি শিবিরে ফিরলেন দেশঁ

বোস্টন, ২৮ জুন : মঙ্গলবার ভারতীয় সময় রাত আড়াইটায় বিশ্বকাপের নক আউট পর্বে মাঠে নামবে ফ্রান্স। কিলিয়ান এমবাপেদের প্রতিপক্ষ সুইডেন। আর তার আগেই ফরাসি শিবিরে যোগ দিলেন কোচ দিদিয়ের দেশঁ। বিশ্বকাপের মাঝেই প্রয়াত হয়েছিলেন এমবাপেদের কোচের মা। সেই কারণে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন দেশঁ। মায়ের শেষকৃত্য সেরে আবার দলের সঙ্গে যোগ দিলেন তিনি। দেশেঁর অনুপস্থিতিতে নরওয়ের বিরুদ্ধে গ্রুপের শেষ ম্যাচে কোচের দায়িত্ব পালন করেছিলেন সহকারী কোচ গাই স্টিফেন। প্রসঙ্গত, কোচের মা জিনেট দেশঁকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য নরওয়ে ম্যাচটি কালো বাহুবন্ধনী পরে খেলতে চেয়েছিলেন এমবাপেরা। ফ্রান্স ফুটবল ফেডারেশন সরকারি ভাবে আর্জি জানায় ফিফাকে। কিন্তু অনুমতি দেয়নি বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা। এই আর্জি খারিজের পর ম্যাচ শুরুর আগে জিনেটের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালনের প্রস্তাব দেয় ফ্রান্স। তা-ও মানেনি ফিফা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায়ের শাস্তি, নিজেদের খরচে দেশে ফিরল উরুগুয়ে ফুটবল দল

মাঠে ময়দানে
29 June, 2026 • Monday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in
১৫
২৯ জুন ২০২৬
সোমবার

মেসি-ম্যাজিকে ছুটছে আর্জেন্টিনা

ফ্রি-কিক থেকে গোল করছেন মেসি। রবিবার ডালাসে আয়োজিত জর্ডনের বিরুদ্ধে গ্রুপ লিগে শেষ ম্যাচে।

আর্জেন্টিনা ৩ জর্ডন ১

ডালাস, ২৮ জুন : বিশ্বকাপে ম্যাজিক দেখিয়েই চলেছেন লিওনেল মেসি। রবিবার জর্ডনের বিরুদ্ধে গোল করার সঙ্গে সঙ্গেই নতুন রেকর্ড গড়েছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। টানা সাতটি বিশ্বকাপ ম্যাচে গোল বিশ্বের আর কোনও ফুটবলারের নেই। সব মিলিয়ে মেসির বিশ্বকাপ গোলসংখ্যা বেড়ে হল ১৯টি। গ্রুপের তিনটি ম্যাচই জিতে নক আউটে যাচ্ছে আর্জেন্টিনা।

এখানেই শেষ নয়। বিশ্বকাপে ফ্রি-কিক থেকে সবচেয়ে বেশি গোল করার বিশ্বরেকর্ডও স্পর্শ করেছেন মেসি। চতুর্থ ফুটবলার হিসাবে বিশ্বকাপে ফ্রি-কিক থেকে সরাসরি দু'টি গোল করলেন। মেসি ২০২২ সালের বিশ্বকাপে ফ্রি-কিক থেকে সরাসরি একটি গোল করেছিলেন। এর আগে ব্রাজিলের রিভেলিনো ১৯৭০ এবং ১৯৭৪ সালে বিশ্বকাপ ফ্রি-কিক থেকে সরাসরি গোল করেছিলেন। ফ্রান্সের বর্নার্ড চেঙ্গিনি ১৯৮২ সালের বিশ্বকাপে ফ্রি-কিক থেকে দু'টি গোল করেছিলেন। ইংল্যান্ডের ডেভিড বেকহ্যাম ১৯৯৮ এবং ২০০৬ সালের বিশ্বকাপে ফ্রি-কিক থেকে গোল করেছিলেন।

আগেই নক আউট নিশ্চিত হয়ে যাওয়াতে প্রথম দলে ৯টি পরিবর্তন করেছিলেন লিওনেল স্কালোনি। মেসিকে বসিয়ে রেখেছিলেন রিজার্ভ বেঞ্চে। ১৯ মিনিটেই জিওভান্নি লো সেলসোর দুরন্ত ফ্রি-কিক গোলে এগিয়ে যায় আর্জেন্টিনা। ৩১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ২-০ করেন লাওতারো মার্টিনেজ। যদিও বিরতির পর আর্জেন্টিনা রক্ষণের উপর চাপ বাড়াতে থাকে জর্ডন। ৫৫ মিনিটে আল তামারির গোলে ১-২ করে ফেলে মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি। রক্ষণের উপর চাপ ক্রমশ বাড়ছে দেখে আর কোনও ঝুঁকি না নিয়ে ৬০ মিনিটে মেসিকে মাঠে নামিয়ে দেন স্কালোনি। এছাড়া আরও দুই ফুটবলার অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার ও থিয়াগো আলমাডাকেও মাঠে নামান আর্জেন্টিনা কোচ। এতে আক্রমণের তীব্রতা বেড়েছিল।

মাঠে নামার মিনিট চারেকের মধ্যেই ফ্রি-কিক পেয়েছিলেন মেসি। কিন্তু তাঁর শট বারের উপর দিয়ে উড়ে যায়। তবে ৮০ মিনিটে আর কোনও ভুল করেননি। এবার ফ্রি-কিক থেকে নেওয়া মেসির শট জর্ডন গোলকিপারকে দাঁড় করিয়ে জালে জড়িয়ে যায়। তবে জিতলেও, আর্জেন্টিনার রক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন থাকল! শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে সমস্যায় পড়তে পারে স্কালোনির দল।

গোলের উচ্ছ্বাস মেসির।

দলের স্বার্থেই শুরুতে নামেনি মেসি: স্কালোনি

ডালাস, ২৮ জুন : চলতি বিশ্বকাপে তিন ম্যাচে ৬ গোল করে ফেলেছেন। চাইলে নিজের গোলসংখ্যা আরও বাড়িয়ে নিতেই পারতেন। কিন্তু দলের স্বার্থেই শুরুতে রিজার্ভ বেঞ্চে বসেছিলেন লিওনেল মেসি। জর্ডন ম্যাচের পর সাফ জানালেন লিওনেল স্কালোনি। মুগ্ধ আর্জেন্টিনা কোচ বলছেন, লিও চাইলে পুরো ৯০ মিনিটই খেলতে পারত। প্রতিপক্ষকে বিন্দুমাত্র অসম্মান না করেই বলছি, নিজের গোলসংখ্যাও আরও বাড়িয়ে নিতে পারত। কিন্তু লিও চেয়েছিল, যারা রিজার্ভ বেঞ্চে বসে আছে, তারাও গেম টাইম পাক। যাতে প্রত্যেকে আগামী ম্যাচগুলোর আগে তৈরি থাকতে পারে। তাই দলের স্বার্থে শুরুতে মাঠে নামেনি। স্কালোনি আরও বলেছেন, সাধারণ মানুষ যেসব রেকর্ড বা পরিসংখ্যান নিয়ে মেতে থাকে, লিও সেসবের তোয়াক্কা করে না। দলের প্রতি, সতীর্থদের প্রতি ওর দায়বদ্ধতা কতটা—এই সিদ্ধান্তই তার প্রমাণ। এর বাইরে ওকে নিয়ে বলার মতো নতুন কোনও ভাষা আমার নেই। আর্জেন্টিনা কোচ জানাচ্ছেন, জর্ডন ম্যাচে তিনি নিজেও রিজার্ভ বেঞ্চের শক্তি পরখ করে নিতে চেয়েছিলেন। স্কালোনির বক্তব্য, নাহুয়েল মোলিনাকে বিশ্রাম দিয়েছি, কারণ ও লম্বা বিরতির পর ফিরেছে। আর গঞ্জালো মন্তিয়েলকে নিয়ে ঝুঁকি নিতে চাইনি। আজকের ম্যাচটা ছিল নতুনদের দেখার সেরা সুযোগ। পরের রাউন্ডে আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ কেপ ভার্দে। স্কালোনি বলছেন, কেপ ভার্দে দারুণ দল। স্পেনের মতো ফেভারিট, উরুগুয়ে কিংবা সৌদি আরব—সবার বিপক্ষেই ওরা বুক চিতিয়ে লড়েছে। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

সতীর্থদের সঙ্গে জাপান ম্যাচের প্রস্তুতিতে নেইমার। রবিবার।

জবাব দেওয়ার ম্যাচেও শুরুতে নেই নেইমার

হিউস্টন, ২৮ জুন : নক আউট পর্বে ভুলের কোনও ক্ষমা নেই। কিন্তু ব্রাজিলের জন্য এই ম্যাচের গুরুত্ব শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। হিউস্টনে রাউন্ড অফ ৩২-এ নীল সামুরাইয়ের দেশ জাপানের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে রেকর্ড পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। লক্ষ্য শুধু শেষ ষোলো নিশ্চিত করা নয়, প্রায় ন'মাস আগের সেই অপমানের জবাবও দেওয়া।

গত বছর ১৪ অক্টোবর টোকিওতে দু'দলের আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলি ম্যাচটি নিশ্চয় ব্রাজিল সমর্থকরা ভুলে যাননি! ভোলেননি কোচ কার্লো আনচেলোত্তি ও তাঁর ছেলেরাও। ম্যাচের প্রথমার্ধেই ২-০ এগিয়ে গিয়েছিল ব্রাজিল। কিন্তু বিরতির পর জাপানি বোমায় কার্যত ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় সেলেকাওরা। ৩-২ ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নিয়ে ব্রাজিলকে প্রথমবার হারানোর স্বাদ পায় ব্লু সামুরাইরা। রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে ব্রাজিলকে নিয়ে আনচেলোত্তির ক্র্যাশ কোর্স শুরুতেই ধাক্কা খায় লজ্জার হারে। ব্রাজিলের সেই দলের রক্ষণভাগ বিশ্বকাপে পুরোটাই বদলে গিয়েছে। ভিনিসিয়াস জুনিয়র, কাসেমিরো, লুকাস পাকেতারা নিশ্চয় সেই হারের ক্ষতে প্রলেপ দিতে চাইবেন।

মরক্কোর বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচের পারফরম্যান্স ব্রাজিলকে নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ালেও পরের দুই ম্যাচ স্বস্তি দিয়েছে। হাইতি ও স্কটল্যান্ডকে ৩-০ হারিয়ে গ্রুপ শীর্ষে থেকে নক আউট পর্বে উঠেছে আনচেলোত্তির দল। স্কটিশদের বিরুদ্ধে সেই চেনা সাম্বার জাদু ফিরেছে। অভিজ্ঞ নেইমার জুনিয়র ৯৮১ দিন পর জাতীয় দলের জার্সিতে ম্যাচ খেলেছেন। তবে এখনও পুরো ম্যাচ ফিট না হওয়ায় জাপানের বিরুদ্ধেও নেইমার হয়তো দ্বিতীয়ার্ধেই মাঠে নামবেন। প্রথম একাদশে পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। মাথিয়াস কুনহাকে স্ট্রাইকারে খেলানোয় অনেকটা ফ্রি-জোনে খেলার সুযোগ পাচ্ছেন ভিনি জুনিয়র। তিন ম্যাচে ৪ গোল করে ব্রাজিলের আক্রমণকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা। জাপানের গতি সামাল প্ল্যান বি-ও তৈরি আনচেলোত্তির।

আত্মবিশ্বাসী জাপান কোচ হাজিমে মোরিয়াসু। চোটের কারণে এন্ডো, মিতোমা, কুবোরা নেই। তবে মোরিয়াসু কার্যত হুঙ্কার দিয়ে রেখেছেন ব্রাজিলকে। বলেছেন, আমরাও শেষ ষোলোয় যেতে পারি। কয়েক মাস আগে প্রীতি ম্যাচে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে জয়ই অনুপ্রেরণা।

বিশ্বকাপে আজ

ব্রাজিল বনাম জাপান
(রাত ১০.৩০, হিউস্টন)
জার্মানি বনাম প্যারাগুয়ে
(রাত ২টো, বোস্টন)
নেদারল্যান্ডস বনাম মরক্কো
(মঙ্গলবার ভোর ৬.৩০, গুয়াদালুপে)

সরাসরি ইউনাইট ৮ স্পোর্টসে

মাঠে ময়দানে

29 June, 2026 • Monday• Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ছবিতে বিশ্বকাপ